১৭ জুন

শরণার্থীদের আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে

১৭ জুন 'নরক থেকে স্বর্গে' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> এক্ষেত্রে শরণার্থীদের সংখ্যার ব্যাপারেও ধোকা দেওয়া হচ্ছে। অনেক শরণার্থী শিবিরে পঞ্চাশ ভাগই ভারতীয় নাগরিক। ভারত শরণার্থী ব্যবসা দীর্ঘতর করার জন্য বিভিন্ন ধুয়া তুলে শরণার্থীদের আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছে।

জনগণ একপাল ভেড়ার ন্যায়

১৭ জুন 'কুয়েত দৈনিকে প্রকাশিত একটি চিঠি' শিরোনামে উপ-সম্পাদকীয় লেখা হয়। ৭০-এর নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে ভোট প্রদান করে। এতে দৈনিক সংগ্রাম জনগণকে কটাক্ষ করে ভেড়ার পালের সাথে তুলনা করে উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে জনগণ সমবেত হয়েছিল বিপদজনক পরিস্থিতি না জেনে নদীতে এক পাল ভেড়ার ঝাঁপ দেয়ার ন্যায় একের পর এক তাদের ভোট প্রদান করেছে।

মুসলমানদের দাড়ি জোর করে কেটে দিচ্ছে

'নামাজের প্রয়োজন নেই ভগবানকে মনে মনে ডাক' শিরোনামে এদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করার জন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত খবরে বলা হয়ঃ

> ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় দস্যুরা মুসলমানদের দাড়ি জোর করে কেটে দিচ্ছে। যারা নামাজ পড়ে তাদের নামাজ পড়তে দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে ভগবানকে মনে মনে ডাকলেই হবে ঘটা করার দরকার নেই।

দুষ্কৃতিকারীরা জনগণকে রেডিও পাকিস্তান শুনতে দেয় না

—গোলাম আযম

'ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এখনও আসেনি' শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের বিবৃতি প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে গোলাম আযম বলেনঃ

> ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রথমতঃ জাতীয় পরিষদের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পরিষদ কোথায়? দ্বিতীয়ত, যাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা ছিল তাদের সে সংগঠন বেআইনী ঘোষিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গোলাম আযম আরো বলেন, দুষ্কৃতিকারীরা এখনও তাদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে জনগণের মধ্যে আতংক ছড়ানো এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করা। পূর্ব পাকিস্তানের এমন কতিপয় নিভৃত অঞ্চল রয়েছে যেখানে দুষ্কৃতিকারীরা জনগণকে পাকিস্তান রেডিও শুনতে দেয় না। প্রকৃত অপরাধীদের যদি পাকড়াও করা হয়, তবেই পরিস্থিতি দমন করা যেতে পারে।

২০ জুন

হিন্দুস্তানকে সামলানো বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্তব্য

উপরোক্ত শিরোনামে ২০ জুন দৈনিক সংগ্রামে বলা হয়ঃ

আসলে হিন্দুস্তান যে তথাকথিত শরণার্থী সমস্যাকে জিইয়ে রেখে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে সেগুলো দ্বারা সমরাস্ত্র খরিদ করতে চায় এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে প্রয়াসী বর্তমান ভূমিকা থেকে তাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। হিন্দুস্তানকে তার এ ধূর্তামীমূলক ভূমিকা থেকে বিরত রাখার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

২১ জুন

বর্তমানে এমন কোন শক্তি নাই যা সেনাবাহিনীর প্রধান্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে

—গোলাম আযম

'পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি অবজ্ঞাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর কারণ' শিরোনামে ২১ জুন দৈনিক সংগ্রাম লাহোরে গোলাম আযমের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে প্রথম পাতায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম বলেন,

> যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই আদর্শের প্রতি আমাদের চরম অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানে এরূপ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার উদ্ভব হয়। তিনি আরো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অধিক সংখ্যক অমুসলমানের সহায়তায় শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ত বিচ্ছিন্নতায় ইচ্ছা থাকতে পারে, তবে তিনি প্রকাশ্যে কখনও স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করেননি। অবশ্য তার ছয়দফা স্বাধীনতাকে সম্ভব করে তুলতে পারত বলে তিনি উল্লেখ করেন। মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, আতাউর রহমান খান এরাই মুলত প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবী তোলেন। বিচ্ছিন্নতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু যারা প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাদের তো গ্রেফতার করা হয়নি।
>
> সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় সকল দুষ্কৃতিকারীদের উৎখাত করেছে এবং বর্তমানে এমন কোন শক্তি নাই যা সেনাবাহিনীর প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

গোলাম আযম অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন

২১ জুন 'গোলাম আযমের সাংবাদিক সম্মেলন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> রাওয়ালপিণ্ডির এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় না।
>
> পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতিকারীদের উচ্ছেদের ব্যাপারে অধ্যাপক গোলাম আযম তার সাংবাদিক সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেছেন। তিনি দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে দেশের আদর্শ ও সংহতিতে বিশ্বাসী লোকদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

সুতরাং দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলায় দেশের আদর্শ সংহতিতে বিশ্বাসী লোকদের কর্মতৎপরতাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলার উল্লেখিত প্রস্তাবটিকে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখবেন বলে আমাদের বিশ্বাস আছে।

তার দল দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে

উপরোক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম আরো বলেনঃ

বিরোধী ব্যক্তিরা এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস না পেয়ে বরং তারা রাতের অন্ধকারে ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদের লিপ্ত রেখেছে।

তিনি আরো বলেন, তার দল পাকিস্তানের তৎপরতা দমনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং এ কারণেই দুষ্কৃতিকারীদের হাতে বহু জামাত কর্মী শহীদ হয়েছে।

২২ জুন

পাকিস্তানের জন্য কোরবানী হতে
তারা প্রস্তুত রয়েছে

—গোলাম আযম

২২ জুন পত্রিকাটি গোলাম আযমের বড় ছবিসহ একটি সাক্ষাৎকার বক্স করে প্রকাশ করে। সাক্ষাৎকারে গোলাম আযম বলেনঃ

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা ইসলামকে কখনও পরিত্যাগ করতে পারবে না। এ কারণে তারা পাকিস্তানকেও ত্যাগ করতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তান ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে। আরো কোরবানী দেয়ার জন্য তারা প্রস্তুত আছে।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে আরো বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল এদেশে সব সময়ই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে। বিগত নির্বাচনে জাতি অনেক কিছু আশা করে আসছিল। কিন্তু নির্বাচনে যারা জয়লাভ করেছিল তারা নিজেদের গণতন্ত্র প্রিয় বলে দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফ্যাসিস্ট।

...প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের নিরাপত্তা ও ইসলামী আদর্শ রক্ষার্থে একটি আইনগত কাঠামো দান করেন। কিন্তু নির্বাচনে এখন যেসব দল জয়লাভ করল তাদের আদর্শ কর্মসূচী শ্লোগান সবই আইনগত কাঠামোর পরিপন্থী ছিল, নির্বাচিত ব্যক্তিরা জাতিকে তাই দিয়েছিল যা তাদের কাছে আশা করা গিয়েছিল।

সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া
দেশকে রক্ষা করার বিকল্প ছিল না

— গোলাম আযম

গোলাম আযমের কর্মীসভার বক্তৃতা দৈনিক সংগ্রাম ২২ জুন উপরোক্ত শিরোনাম দিয়ে প্রথম পাতায় প্রকাশ করে।

খবরে বলা হয়,

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেবার জন্য গোলাম আযম পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট সাম্প্রতিক গোলযোগ ১৮৫৭ সালের বাংলা বিদ্রোহের চেয়েও দশগুণ বেশী শক্তিশালী ছিল।

২৩ জুন

পূর্ব পাকিস্তানীরা সর্বদাই
পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের
সাথে একত্রে বাস করবে

—গোলাম আযম

উপরোক্ত হেডলাইন দিয়ে দৈনিক সংগ্রাম ২৩ জুন গোলাম আযমের জনসভার একটি ভাষণ ফলাও করে প্রচার করে।

৬ দফা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল
পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া

—গোলাম আযম

দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতায় গোলাম আযমের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য ছাপা হয়। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে গোলাম আযম বলেন,

নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেসব দল খোলাখুলিভাবে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন শুরু করেছিল এবং স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য জনতাকে উত্তেজিত করেছিল সেসব দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান।

২৪ জুন

যুক্ত নির্বাচনের অপর নাম
জয় বাংলা জয় হিন্দ

পূর্বে পাকিস্তানে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার পৃথক নির্বাচন বাতিল করে এবং জনগণের জনপ্রিয় দাবি যুক্ত নির্বাচন মেনে নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দল প্রথম থেকেই যুক্ত নির্বাচনের বিপক্ষে ছিল। ২৪ জুন দৈনিক সংগ্রাম যুক্ত নির্বাচনকে কটাক্ষ করে উপরোক্ত শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

মাত্র পনের বছরেই যুক্ত নির্বাচন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' খতম করে 'জয় বাংলা' আন্দোলনের জন্ম দিল। আর একটি মাত্র বছরেই 'জয় বাংলা'কে 'জয় হিন্দ' করে নিল। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে, যুক্ত নির্বাচনের অপর নাম জয় বাংলা জয় হিন্দ। যুক্ত নির্বাচনের এ অসাধারণ কেরামতি বিস্ময়কর নয় কি?

—যুক্ত নির্বাচনই জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলকে কোণঠাসা করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ এ রিজার্ভ ভোট হাসিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারা কত বেশী হিন্দু ও হিন্দুস্তান ঘেঁষা হতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। তার ফলে মুসলমানের শহীদ মিনারে হিন্দুর পূজা চলল, চণ্ডীর আসন বসল, আল্পনা আঁকা হলো শহীদের মাজারে। স্বীকৃত হলো বর্ষবরণ।

হিন্দু ভাইদের অবশ্যই জানা থাকবার কথা, 'পরের ক্ষতি আপন নাশ— কইরয় গেছে দয়াল দাশ।

২৫ জুন

স্বতন্ত্র হলেও চলবে না

১৯৭১ সালের ২৮ জুন পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলো শূন্য বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের ঘোষণার অনেক আগে থেকেই মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী প্রভৃতি স্বাধীনতাবিরোধী এবং '৭০-এর নির্বাচনে পরাজিত দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ বাতিলের জন্য জোর তৎপরতা চালায়। এদের সাথে দৈনিক সংগ্রামও সুর মিলিয়ে ২৫ জুন 'বিগত নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে' উপসম্পাদকীয়তে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের সম্পর্কে বলা হয়ঃ

> আওয়ামী সদস্যদের ভেতরে যথার্থ পাকিস্তানী রয়েছেন। এবং যারা অগত্যা পাকিস্তানী নন প্রেসিডেন্ট যদি তাদের সুরাহা করতে চান তাহলে তাঁর নীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই তা করতে হবে। এ সদস্যদের অবশ্যই কোন একটি বৈধ দলের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, স্বতন্ত্র হলেও চলবে না। আমাদের বিশ্বাস এ পথেই অবৈধ আওয়ামী লীগের পাকিস্তানবাদীদের বাছাই হতে পারে এবং একটি আসনের বৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে।

২৬ জুন

হিন্দুস্তানের বিশেষ বেতার প্রসংগে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিদিন সারা দেশের মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান অধীর আগ্রহে শুনত এবং মুক্তিযুদ্ধে দারুণভাবে অনুপ্রাণীত হত। এক কথায় বেতার কেন্দ্রটি মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বেতার কেন্দ্রটি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দৈনিক সংগ্রামের রোষানলে পতিত হয়।

বেতার কেন্দ্রটিকে তিরস্কার করে ২৬ জুন দৈনিক সংগ্রামে উপরোক্ত শিরোনামে বলা হয়,

> হিন্দুস্থান তার পাকিস্তান বিরোধী চাতুর্য ও ধূর্তামীপূর্ণ প্রচারণা চালাচ্ছে তার অধিকাংশের প্রথম প্রকাশস্থল হচ্ছে সম্প্রতি স্থাপিত নূতন বেতার স্টেশনটি। স্টেশনটি প্রথম পাকিস্তান বিরোধী অসত্য, অনির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বহীন বিষয়ের প্রচারের পর একই বরাত দিয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন ভাষায় সেগুলো পুনঃ প্রচার করা হয়। সেখান থেকে তাদের মতাবলম্বীরা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বরাত দিয়ে বিভিন্ন প্রচার বাহনের মাধ্যমে সেসব খবর দুনিয়া জোড়া ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়।

৩০ জুন

মুসলিম লীগ ও জামাতের উল্লাস

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান ২৮ জুন বেতার ভাষণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আসন শূণ্য ঘোষণা

করলে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল মহল উল্লসিত হয়ে ওঠে। কেননা '৭০-এর নির্বাচনে এদেশবাসী এসব দলকে ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিজয়ী দল ও প্রার্থী তাদের মনঃপুত না হওয়ায় তারা তাদের সদস্যপদ বাতিলের জন্য এতদিন নানাভাবে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণে যে ঘোষণা দেন, তাতে তাদের ষড়যন্ত্র সফল হওয়াতে সামরিক জান্তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে।

দৈনিক সংগ্রামও অতি উৎসাহের সাথে ৩০ জুন বিবৃতিদানকারী নেতৃবৃন্দের ছবিসহ প্রথম পাতায় বক্স করে বিবৃতিগুলো ফলাও করে প্রকাশ করে।

জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী বিবৃতিতে বলেনঃ

> প্রেসিডেন্টের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা খুবই যথোপযুক্ত এবং জামায়াত একে অভিনন্দন জানিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ

—গোলাম আযম

পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

> শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতির সামনে তাই হচ্ছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ।

প্রেসিডেন্ট এ প্রদেশের জনগণকে বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি

প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী গণ পরিষদের সদস্যদের পদ বাতিলের ঘোষণা দিলে দৈনিক সংগ্রামও মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর মত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র আনন্দে গদগদ হয়ে উপরোক্ত শিরোনামে ৩০ জুন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বলেঃ

> সন্দেহ নেই প্রেসিডেন্ট এ প্রদেশের জনগণকে বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিল না করে যেসব বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ সদস্য জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাদেরকেই অযোগ্য ঘোষণা করেছেন।

জুলাই ১৯৭১

১ জুলাই

জয়বাংলা শ্লোগানে পাক বাংলার আকাশ বাতাস কলুষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল

'ইতিহাস কথা বলে' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে পহেলা জুলাইর পত্রিকাটিতে বলা হয়ঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের একদল ছাত্র-ছাত্রী ও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল গত এক বৎসর ধরে 'জয়বাংলা' শ্লোগানে পাক বাংলার আকাশ বাতাস কলুষিত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তাতে কোন পাকিস্তানী শংকিত না হয়ে পারেনি।

৩ জুলাই।

ধর্ম নিরপেক্ষদের ধর্ম-বিরোধী অত্যাচার

'৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে সামরিক জান্তা ক্ষমতা প্রদান না করায় স্বস্তি প্রকাশ করে ৩ জুলাই 'ইতিহাস কথা বলে' উপসম্পাদকীয়তে দৈনিক সংগ্রাম উল্লেখ করেঃ

> ১৮ জানুয়ারি (১৯৭১) পল্টন ময়দানে আহুত জামায়াতে ইসলামীর সভায় আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্রদল ছাত্রলীগ কাপুরুষের মত আক্রমণ চালিয়ে হতাহত করেছে। ক্ষমতায় যাবার আগেই এই সব ধর্ম নিরপেক্ষদের ধর্মবিরোধী অত্যাচার দেশবাসীকে সজাগ করে দিয়েছিল। ক্ষমতায় গেলে (আল্লাহ না করুন) এরা ইসলামী জনতার উপর কি জুলুম চালাতো তা আল্লাহই জানেন। আল্লাহ হাফেজ বলে পাক-বাংলার মুসলিম এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

৪ জুলাই

মার্কিন কংগ্রেস ও পত্র-পত্রিকার প্রতি কটাক্ষ

পাক সামরিক জান্তার কড়া সেন্সরশিপ থাকার পরও বাংলাদেশের গণহত্যার খবর বিভিন্ন পথে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সভ্য পৃথিবীর মানুষ এই গণহত্যাকে ধিক্কার জানায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানী খুনী জান্তাকে গণহত্যা চালানোর ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা দান করেছিল। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করলে সেখানকার পত্র-পত্রিকা, এমনকি মার্কিন কংগ্রেস প্রতিবাদ-মুখর হয়ে ওঠে। দৈনিক সংগ্রাম মার্কিন কংগ্রেস ও মার্কিন পত্র-পত্রিকার উপর বিরাগভাজন হয়ে 'পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা' শিরোনামে ৪ জুলাই একটি সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> সম্প্রতি পাকিস্তানে কিছু সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় মার্কিন সংবাদপত্র ও কংগ্রেসে অযথা হৈ চৈ সৃষ্টির বিরুদ্ধে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আগা হিলালী মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সন্দেহ নেই, উল্লেখিত বৃটিশ মার্কিন পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তিবর্গ হিন্দুস্তানের এ ধরনের মুসলিম বিদ্বেষী মহলের প্রচারণা দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন।
>
> ....বস্তুত ইহুদী হিন্দু আঁতাত ও মুসলিম বিদ্বেষী স্বার্থান্ধ মহল পাকিস্তান সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে সব দিক থেকে পাকিস্তানকে ঘায়েল করে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু মিথ্যা ফানুস প্রথম দিকে কিছু চমক সৃষ্টি করতে পারলেও চূড়ান্ত বিজয় যেমন তার হয় না তেমনি পাকিস্তান বিরোধী চক্রান্তও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

রাজাকারদের গুলি চালনার ট্রেনিং

'আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে রাজাকারদের গুলি চালনা ট্রেনিং' শিরোনামে ৪ জুলাই প্রথম পাতায় প্রথম কলামে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়ঃ

> যে সব রাজাকার ট্রেনিং গ্রহণ করছেন আজ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে তাদেরকে ক্ষুদ্র অস্ত্রের সাহায্যে গুলী চালনা শিক্ষা দেওয়া হবে।

৫ জুলাই

ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে বিশোদগার

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিবিসি এবং ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং তার তাঁবেদার সংগঠন ও দৈনিক সংগ্রামের মত প্রচার মাধ্যমগুলো এতদিন যাবৎ বাংলাদেশের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ ভারতীয় প্রচারণা বলে উড়িয়ে দিলেও ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশের সঠিক চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলে সামরিক জান্তা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে এবং সত্য চাপা রাখতে না পেরে দৈনিক সংগ্রাম ক্ষিপ্ত হয়ে ৫ জুলাই 'হিন্দুস্তানের চক্রান্ত জালে ব্রিটিশ' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সাথে হিন্দুস্তানের নতুন করে আঁতাত সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড-বিখণ্ড করার যে দুরভিসন্ধি হিন্দুস্তান করেছিল তার সাথে বৃটিশ পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলোর যোগসাজশ ছিল বহু পূর্ব থেকেই।
>
> পাকিস্তান বিরোধী ও প্রচারণায় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা যে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করে তা রাষ্ট্রদ্রোহী শেখ মুজিব এবং পাকিস্তানে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতার পৃষ্ঠপোষক হিন্দুস্তানের ব্যবহৃত ভাষারই অনুরূপ।

এভাবে যখনই যেসব পত্র-পত্রিকা গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার সপক্ষে কথা বলেছে, দৈনিক সংগ্রাম তখনই তাদের সাথে ভারতের যোগসাজস খুঁজে বের করেছে।

৬ জুলাই

মার্কিন প্রচার মাধ্যমসমূহ সাংবাদিক সততার সকল নীতি বিসর্জন দিয়েছে

দৈনিক সংগ্রামের চরিত্রের সাথে মিল রেখে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যেসব নিবন্ধ ছাপা হয়, সেগুলো দৈনিক সংগ্রাম হুবহু ছাপিয়ে দিত। করাচির দৈনিক হুররিয়াতে প্রকাশিত এমন একটি নিবন্ধ ছাপা হয় ৬ জুলাই।

'চক্রান্তকারী ভারতের আরেক দোসর মার্কিন পত্র-পত্রিকা' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়ঃ

> পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে মার্কিন প্রচার মাধ্যমসমূহ সাংবাদিক সততার সকল নীতি বিসর্জন দিয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বজনমতকে এ ধারণা দেয়া হচ্ছে যে

পাকিস্তান সরকার শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সকল পত্রিকা এ ধারণা প্রকাশ করতে থাকে যে পাকিস্তান আজ হোক কি কাল হোক ধ্বংস হয়ে যাবে। ২৫শে মার্চের পর থেকে ভারতীয় প্রোপাগাণ্ডাই তখনকার সংবাদপত্রেরও বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

দশ হাত শাড়ীর রাজনীতি

একই তারিখে উপরোক্ত উপসম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

> ইন্দ্রদেবের স্বর্গরাজ্যের ইন্দিরা দেবীর কথাই বলছি। তার দশ হাত জড়ানো শাড়ীর রাজনীতির বাইরে যতই খদ্দের জোগাড়ের চেষ্টা চালাচ্ছে ততই ঘরের খদ্দের খসে পড়তে হাত পা ছুড়ছে। পাকিস্তান আবার যাতে তার প্রেমে ঘর ছাড়াদের ঠাই দেয়, তার জন্য তিনি দেশ বিদেশ থেকে তাদের সতীত্বের সার্টিফিকেট জোগাড়ে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

শেরোয়ানীর কাছে শাড়ীর আত্মসমর্পণে কোন লজ্জা নেই

দৈনিক সংগ্রাম সাংবাদিকতা পেশার সমস্ত শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়ে চটুল ও স্থূল কথাবার্তা ছাপিয়ে পাঠকদের আকৃষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে।

'দশ হাত শাড়ীর রাজনীতি' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

> এখানকার বিতাড়িত স্বাধীনতাকামী বাঙালীরা ওখানকার বঞ্চিত স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের সাথে মিশে পশ্চিম বাংলাকেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ করে ফেলেছে। তাই আসুন ইন্দিরা দেবী এবারে মান অভিমান ছেড়ে দিয়ে সইদের মাধ্যমে খোশামোদ না চালিয়ে সোজাসুজি আমাদের কাছে আত্মসর্পণ করুন। শেরোয়ানীর কাছে শাড়ীর আত্মসমর্পণে কোন লজ্জা নেই। তারপর আসুন মিলেমিশে যারা ঘর ভেঙ্গে ঘর করতে চায় তাদের ভাল হাতে দেখে নেই।

৮ জুলাই

দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে

মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতিকারী আখ্যায়িত করে ৮ জুলাই দৈনিক সংগ্রাম 'দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান' শিরোনামে নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্টে উল্লেখ করে,

> এদেশের কোন কোন স্থান হতে দুষ্কৃতিকারীদের সমাজ বিরোধী তৎপরতার খবর আসছে। এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষরাই এদের তৎপরতার প্রধান শিকারে পরিণত হচ্ছে। প্রদেশের আরেক ধরনের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের জন্য পুল কালভার্ট নষ্ট করা ও রাস্তা কেটে ফেলা। কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ ও পানির মত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ বিনষ্ট করার অপচেষ্টাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণকেই দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

হিন্দুস্তানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের যোগসাজস ছিল

'হিন্দুস্তানের যোগসাজস' শিরোনামে প্রকাশিত ৮ জুলাই সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> সত্য কোন দিন চাপা থাকে না, মিথ্যার শত আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখার যত প্রয়াসই চলুক না কেন। গত ২৫শে মার্চের পূর্ব থেকেই হিন্দুস্তানের সাথে শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের যোগসাজস ছিল।

মুজিব–হিন্দুস্তান ষড়যন্ত্র

২৫ মার্চের মর্মস্পর্শী হত্যাকাণ্ড দৈনিক সংগ্রামের হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করেনি, বরঞ্চ নানাভাবে তারা এই হত্যাকাণ্ডের পক্ষে সমর্থন যুগিয়েছে। ৮ জুলাই 'হিন্দুস্তানের যোগসাজস' শীর্ষক শিরোনামে আরো বলা হয়ঃ

> ২৫শে মার্চ রাষ্ট্রদ্রোহী, দুষ্কৃতিকারী ও হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পাক সেনা বাহিনীর অভিযানের পরপরই যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার কথা সেক্ষেত্রে তা কেন বিলম্বিত হলো? এমনকি পলাতক রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে হিন্দুস্তানে আশ্রয় দিয়ে নিজ দেশেরই প্রচার মাধ্যম অস্ত্রশস্ত্র অর্থ ও সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবিরত ব্যবহার করে যাওয়া এবং বর্তমানে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব ছাড়া পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক সমাধান না মানার অনধিকার চর্চার ঔদ্ধত্য দেখানো—এ প্রত্যেকটি হিন্দুস্তানী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দিবালোকের ন্যায় এ সত্যটিই প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানের বর্তমান সংকট ও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান যে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এটা মুজিব-হিন্দুস্তান ষড়যন্ত্র ও যোগসাজসেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

বৃটেন হোক কি আমেরিকা বা জাতিসংঘ হোক এ পৃথিবীর কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবে না

উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

> বর্তমানে পাকিস্তানের তের কোটি মানুষ এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুস্তানের চক্রান্ত আজ সকলের কাছে সুস্পষ্ট। একজন পাকিস্তানী জীবিত থাকতেও এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে এবং বৃটেন হোক কি আমেরিকা বা জাতিসংঘ এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোন শক্তির চাপের সামনেই তারা মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়। তাই মরহুম কায়েদে আজমের ভাষায় পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যেই এসেছে এবং ইনশাল্লাহ টিকে থাকবেও।

৯ জুলাই

জনগণ এখন স্বেচ্ছায় রাজাকার ট্রেনিং নিচ্ছে

'জনগণ ভারতীয় অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে' শিরোনামে ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেকের বক্তব্য ছাপা হয়। বক্তব্যে আব্দুল খালেক মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতিকারী ও ডাকাত হিসেবে অভিহিত করেঃ

> সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী ও ডাকাতদের নির্মূল করার জন্য জনগণ এখন স্বেচ্ছায় রেজাকার ট্রেনিং নিচ্ছেন। এসব দুষ্কৃতিকারী ও ডাকাত সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জিনিসপত্র লুটপাট ও ডাকাতি করে জনগণের দুঃখ দুর্দশা আরো বৃদ্ধিকরছে।

১২ জুলাই

৭০–এর নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে ঘর ভাঙার নির্লজ্জ চক্রান্ত

১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে ১৯৭০–এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ৬ দফা, ১১ দফা ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকারের পক্ষে চূড়ান্ত রায় দেয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। '৭০–এর নির্বাচন এত নিরপেক্ষ ছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীলরা জনগণের এই বিজয়কে মেনে নিতে না পারলেও প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস পায়নি। কিন্তু ২৫ মার্চের পট পরিবর্তনের ফলে সামরিক জান্তার ছত্রছায়ায় প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলো ও তাদের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম '৭০–এর নির্বাচনকে কটাক্ষ করে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে।

১২ জুলাই দৈনিক সংগ্রাম 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে '৭০–এর নির্বাচনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে দৈনিক সংগ্রাম উল্লেখ করেঃ

> ভাবতে অবাক লাগে যে ভারত পয়ষট্টি সন থেকে ও সত্তরের নির্বাচন থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ঘর ভাঙার নির্লজ্জ চক্রান্ত চালালো, যে ভারত সাইক্লোন ও হাইজ্যাকিং নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য চরম বেহায়াপনার পরিচয় দিল, যে ভারত নির্বাচনে তার দালালদের আন্তর্জাতিক শালীনতাকে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে কর্মী পাঠিয়ে প্রচার চালিয়ে দু'হাতে অর্থ ঢেলে আর হিন্দুদের দিয়ে একচেটিয়া ভোট দেয়ায়ে জয়ী করে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তায় তাদের দিয়ে বিদ্রোহ করাল। অন্তত তিন লাখ পাকিস্তানী জনতাকে হত্যা করিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গ্রাস করতে উদ্যত হল এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে প্রায় পাঁচশ কোটি টাকার সম্পদ অপহরণ করে নিজ দালালদের নিয়ে নিরাপদে পালাল, সে ভারত আজ সাধু সজ্জন সেজে শরনার্থীর মহান সেবক হল আর আমরা হলাম গণতন্ত্র হন্তাকারী। নসীবের ফের আর কাকে বলে? ..... যারা পূর্ব পাকিস্তানী মানুষের সর্বনাশকারী দালাল নেতাদের গালভরা বুলিতে বিভ্রান্ত হয়ে হাওয়াই বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে, হিন্দুস্তানের মাটিতে বসে যে সব তথাকথিত নেতা 'বাংলাদেশ' আন্দোলন করছেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হলে যে অবিভক্ত ভারতে তাদের অস্তিত্বই থাকতো না, একথা বোঝার জ্ঞানটুকুও তাদের থাকা উচিত।

১৪ জুলাই

হিন্দু বাংলার প্রেমে রাধার ভূমিকা

১৪ জুলাই 'ইতিহাস কথা বলে' উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে,

> বাঙালী মুসলমানরা ১৯৫৭ সাল থেকে হিন্দু ইংরেজ চক্রান্তে যার পর নাই অত্যাচার অবিচার ও শোষণে নিষ্পেষিত হচ্ছে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর দুই বাংলা এক হল, রাজধানী কোলকাতায় চলে গেল। বাংলার হিন্দুরা আনন্দে লাফাতে লাগল। বাংলার মুসলমানদের টিটকারী দিয়ে তাদের কবি রবিঠাকুর ইংরেজ সম্রাটকে ভগবানের আসনে বসিয়ে 'জন-গণ-মন অধিনায়ক' গান লিখল যা আজ হিন্দু ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।
>
> যারা হিন্দু বাংলার প্রেমে রাধার ভূমিকা পালন করতে ভারতে গিয়েছে তারা শীঘ্রই ব্রাহ্মণ্যবাদের আসল রূপ স্বচক্ষে দেখে নিজেদের ভুল বুঝে প্রাণ নিয়ে স্বদেশ পাকিস্তানে ছুটে আসবেন এ বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

১৬ জুলাই

পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের কথা চিন্তা করছে

বৃটেন পাকিস্তানের গণহত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করায় পাকিস্তান বৃটেনের উপর নাখোশ হয় এবং একজন সরকারী মুখপাত্র কমনওয়েলথ–এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হুমকি প্রদান করে। দৈনিক সংগ্রাম ১৬ জুলাই সংবাদটি প্রথম পাতায় পুরো ৮ কলামব্যাপী ব্যানার হেডলাইন দিয়ে গুরুত্ব সহকারে উপরোক্ত শিরোনাম দিয়ে উল্লেখ করে,

> দেশে এই ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে কমনওয়েলথের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য বৃটেন পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তাতে কমনওয়েলথের সঙ্গে আর সম্পর্ক বজায় রাখা সুবিধাজনক হবে কিনা তা পাকিস্তানকে গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত।

সেনাবাহিনী কুখ্যাত মিনারটি ধ্বংস করে মসজিদ গড়েছে

২৫ মার্চ কালো রাতে ঘাতক পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাঙ্ক চালিয়ে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনারটি গুঁড়িয়ে দেয়। 'ইতিহাস কথা বলে' সম্পাদকীয়তে দৈনিক সংগ্রাম ১৬ জুলাই উল্লেখ করে,

> আইয়ুব খানের গভর্নর আজম খান ছাত্রদের খুশী করবার জন্য যে শহীদ মিনার তৈরী করলেন তাকে পুজোমণ্ডপ বলা যেতে পারে কিন্তু মিনার কিছুতেই না। যা হোক সেনাবাহিনী এই কুখ্যাত মিনারটি ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ গড়ে শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন জেনে দেসবাসী খুশী হয়েছে।

বাপ খেদানো অগ্নিকন্যা কুখ্যাত মনিসিংহ

লৌহমানব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে যিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন, ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ১১–দফা আন্দোলনের জনপ্রিয় নেত্রী, জেল–জুলুম–হুলিয়া যাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, যার নির্ভীক নেত্রীত্ব ও অগ্নিঝরা বক্তৃতার জন্য ছাত্রসমাজ ও জনগণ 'অগ্নিকন্যা' উপাধিতে ভূষিত করেছিল, তিনি আর কেউ নন—সর্বজনসুবিদিত বেগম মতিয়া চৌধুরী।

এই জনপ্রিয় নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও তৎকালীন স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কিংবদন্তীর নায়ক মনি সিংহকে বিদ্রূপ করে ১৬ জুলাই দৈনিক সংগ্রাম 'ইতিহাস কথা বলে' উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> এ সমস্ত বাংলা দরদী দলে আরো ছিল বাপ খেদানো 'অগ্নি কন্যা' সূর্য সন্তানেরা যারা পাকিস্তানের প্রধান দুশমন এবং ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে বিদ্রোহী কুখ্যাত মনি সিংহের মুক্তিকে দেশের জনগণের মুক্তি বলে মনে করে। আজ এই কুচক্রীদের দ্বারাই ভারতের মাটিতে বসে কাল্পনিক 'স্বাধীন বাংলা সরকার' স্বাধীন বাংলা রেডিওর নামে চিৎকার চলছে। তাদের কল্পনায় 'মুজিব নগর'–এর

কোন মাটির ঠিকানা নেই, আছে হাওয়াই ঠিকানা। সুতরাং ভারতের এই দালালদের পাকিস্তানবাসীরা কোনদিনই ক্ষমা করবে না।

সর্বনাশ হবে বাঙালী মুসলমানদের

১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

দৈনিক সংগ্রাম 'জালাও পোড়াও' আন্দোলন বলে গণ-অভ্যুত্থানকে অব-মূল্যায়ন করে এবং ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারীর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে ১৭ জুলাই 'ইতিহাস কথা বলে' শিরোনামে উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> ১৯৬৯ সালে চরমপন্থী নেতারা যদি জ্বালাও পোড়াও ঘেরাও আন্দোলন শুরু না করত তবে আবার দ্বিতীয়বার সামরিক শাসনের প্রয়োজন হত না। দেশে এমন চরম বিশৃঙ্খলা শুরু হলো যে, শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সামরিক শাসন প্রবর্তন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।
>
> কিন্তু আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ১৯০৫ সালের 'জয়বাংলা' শ্লোগান তুলে আবার হিন্দু বাংলায় পূর্ণ সমর্থন আদায় করে সমস্ত হিন্দু ভোট পাওয়ার ব্যবস্থা করে নিল। এরা বুঝে না বুঝে আবার মীর জাফর, আব্দুল রসুল, গাফফার খান ও শেখ আবদুল্লাহর মত ভুল করে বসল। এরা হিন্দুর চক্রান্ত না বুঝে প্রচার করতে লাগল যে, বাংলাদেশ বাঙালীর। এ সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী কারণ এতে লাভ হবে বাঙালী হিন্দুর আর সর্বনাশ হবে বাঙালী মুসলমানের তথা গোটা পাকিস্তানের।

১৭ জুলাই

মওলানা ভাসানী বিচ্ছিন্নতার দাবী তুললেন

১৭ জুলাই 'ইতিহাস কথা বলে' উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ

> নির্বাচনের পূর্বে ১২ নভেম্বরের সর্বনাশা ঝড়ের সুযোগে মওলানা ভাসানী সরাসরি বিচ্ছিন্নতার দাবী তুললেন। কেন যে সে আওয়াজ বন্ধ করা হলো না তা অনেকের বুঝের বাইরে। সেই ভুলের জন্য আজ পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি বাহিনীর নামে একদল দেশদ্রোহী ও ভারতের দালাল কর্তৃক স্বাধীনতা হরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

বাঙালী মুসলমানদের জন্য
তারা বঙ্গোপসাগরের অথই জলই নির্দিষ্ট করে রেখেছে

১৭ জুলাই 'ইতিহাস কথা বলে' উপ-সম্পাদকীয়তে সাম্প্রদায়িক এই পত্রিকা সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে উল্লেখ করেঃ

> আজকাল ভারতের হাওয়াই বাণী যেভাবে বাংলাদেশের জন্য চিৎকার শুরু করেছে তাতে মুসলমানের বুঝা উচিত যে, এ বাংলাদেশ তারা চায় বাংগালী হিন্দুদের জন্য বাংগালী মুসলমানদের জন্য তারা বঙ্গোপসাগরের অথই জলই নির্দিষ্ট করে রেখেছে। যারা আজ ভারতে খিচুড়ি বার্লি খেয়ে পাকিস্তান ধ্বংসের স্বপ্ন দেখছে তারা যেন লক্ষ্য করে দেখে যে, ভারতের সেনাবাহিনীতে কয়জন বাঙালী সেনা রয়েছে। পাক সেনাবাহিনীতে বাঙালী সেনা বেড়ে যাওয়ায় তাদের গাত্রদাহ হচ্ছিল এখন এদেরকে

> দেশদ্রোহী করে তবে ছেড়েছে। এখনও সময় আছে—নয়তো পাকিস্তানের মুসলমান দালালদেরকেও সমূলে ধ্বংস করে পূণ্য ভূমি পাকিস্তান মুনাফেকদের থেকে পাক করবে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহা আলা কুলে সাইনন।

১৮ জুলাই

বরিশালে শান্তি কমিটির সভায়
আব্দুর রহমান বিশ্বাসের বক্তৃতা

আব্দুর রহমান বিশ্বাস মুক্তিযুদ্ধের সময় মুসলিম লীগের বরিশাল জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তিনি শান্তি কমিটির সভায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলে ১৮ জুলাই দৈনিক সংগ্রাম তা প্রকাশ করে। দৈনিক সংগ্রামের প্রকাশিত খবরটি নীচে হুবহু তুলে দেয়া হলোঃ

> কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দীন আহমদ বলেছেন, বর্তমান মুহূর্তে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আমাদেরকে দলীয় মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হতে হবে। বরিশালে জেলা শান্তি কমিটি আয়োজিত এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দীন উপরোক্ত মন্তব্য করেন বলে এপিপি পরিবেশিত। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে ভারত যে চক্রান্ত ও প্রচারণা চালাচ্ছে, সাহস ও আস্থার সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য জনাব আখতার উদ্দীন জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তানে অশুভ কার্যকলাপে লিপ্ত দুষ্কৃতিকারী এবং বিদেশী চরদের উৎখাত করার জন্যও তিনি আহ্বান জানান।
>
> সভায় আরো বক্তৃতা করেন এম এন এ অবসরপ্রাপ্ত মেজর আফসার উদ্দীন, সাবেক মন্ত্রী এম এম আফজাল, সাবেক এম এন এ চৌধুরী ফজলে রব খান, এ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান বিশ্বাস প্রমুখ।

১৯ জুলাই

এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের ছবি

ব্রিটিশ টেলিভিশনে বাংলাদেশের গণহত্যার মর্মস্পর্শী ছবি প্রদর্শিত হলে সারা বিশ্বে হৈচৈ পড়ে যায়। সমগ্র বিশ্ব বিবেক পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। দৈনিক সংগ্রাম সামরিক জান্তার এই হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেবার জন্য হাস্যকর যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে ১৯ জুলাই 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি' উপসম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> বৃটিশ টেলিভিশন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের তথাকথিত মর্মস্পর্শী অবস্থা সম্পর্কে ভুয়া ছবি প্রদর্শন করছে। বৃটিশ টেলিভিশনে যে সব ছবি দেখানো হচ্ছে সেগুলো সাম্প্রতিককালের নয় বরং সেগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সময়কার ছবি। বৃটিশ কর্মকর্তারা বোঝাতে চাচ্ছেন সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের পর পূর্ব পাকিস্তানে এই চরম বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সন্দেহ নেই বৃটিশ প্রচার মাধ্যমের এ ষড়যন্ত্র হিন্দুস্তান থেকেই প্রেরণা পেয়েছে।

রাজাকার বাহিনী দুষ্কৃতিকারীদের দমনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে

রাজাকার বাহিনীর প্রশংসা করে এবং তাদের গুরুত্বের ব্যাখ্যা করে ২৬ জুলাই 'মাইন বিস্ফোরণে হতাহত' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> ইতিমধ্যেই প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় রেজাকার বাহিনী গঠিত হয়ে তারা দুষ্কৃতিকারীদের দমনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যে সব স্থানে রেজাকার বাহিনী গঠিত হয়নি, সে সব স্থানেও শিগগীরই গঠিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে যে দু'একটি নাশকতামূলক কাজের খবর পাওয়া যায় সম্ভবত ঐ সব অঞ্চলে স্থানীয় লোকদের সমন্বয়ে শান্তি কমিটি ও রেজাকার বাহিনী গঠিত না হওয়ায় কিংবা তাদের তেমন তৎপরতা না থাকার কারণেই এমনটি হওয়া সম্ভব হচ্ছে।
>
> দুষ্কৃতিদের দমনে যাতে আদৌ সেনাবাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজন না হয় সে লক্ষ্য নিয়েই জনগণ ও অন্যান্য সংস্থাকে পারস্পরিক সহযোগিতা সহকারে কাজ করে যেতে হবে।

২৭ জুলাই

ছেলেধরাদের উচিত বিচার চাই

উপরোক্ত শিরোনামে ২৭ জুলাই দৈনিক সংগ্রামে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ভারতের নিয়োজিত আওয়ামী এজেন্টদের কাজ হচ্ছে আমাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া। ভারত তাদের একদলকে পঙ্গু করে মহামারীর শিকার করে আর অনাহারে রেখে বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা সংগ্রহ করছে। অন্য দলকে ট্রেনিং দিয়ে তারা বিতাড়িত আওয়ামীচরদের পাকিস্তানে পুনরায় মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জবরদস্তিমূলক সংগ্রামে লাগিয়েছে। এভাবে আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেকে তারা ধ্বংসের অতলে তলিয়ে দিয়ে তাদের ঘৃণ্য স্বার্থ চরিতার্থ করে চলছে।

আগস্ট ১৯৭১

১ আগস্ট

তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য ছিল

পাকিস্তানের 'ন্যায়সঙ্গত ভূমিকার প্রশংসা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ১ আগস্ট উল্লেখ করা হয়ঃ

> বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিচ্ছিন্নতা কখনও চায়নি। আর যারা চেয়েছিল তারা আজ জনপ্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ এবারের নির্বাচন হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের দাবীর ভিত্তিতে, বিচ্ছিন্নতার দাবীতে নয়। সুতরাং নির্বাচনের পর যারা ভোল পালটিয়ে জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ তুলেছিল তারা নিঃসন্দেহে জন প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং এ বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের অক্টোপাস থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' বলতে এখানে ২৫ মার্চের গণহত্যার কথা বোঝানো হয়েছে।

২ আগস্ট

প্রধান প্রধান ভবনে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হবে

'১৪ই আগস্ট সাড়ম্বরে আজাদী দিবস উদ্‌যাপিত হবে' শিরোনামে প্রথম পাতায় সাড়ম্বরে প্রচার করা হয়ঃ

> এ দিনকে ইতিমধ্যেই সমগ্র দেশে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে ৩১ বার তোপধ্বনি ও প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা, লাহোর, করাচী, পেশোয়ার ও কোয়েটায় ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে এ দিবসের উদ্বোধন করা হবে। প্রধান প্রধান সরকারী ও বেসরকারী ভবনসমূহে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হবে।

জাতিসংঘের সমালোচনা

'হিন্দুস্তান চাচ্ছে কি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সমালোচনা করে ২ আগস্ট উল্লেখ করা হয়ঃ

> কোন দেশ বা কোন আঁতাতের ষড়যন্ত্র যাই হোক জাতিসংঘ তার দায়িত্ব সম্পর্কে অচেতন থাকতে পারে না, এ আশাই আমরা করেছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ সনদ বিরোধী স্বেচ্ছাচারী আচরণ থেকে হিন্দুস্তানকে বিরত রাখার জন্য জাতিসংঘ কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে আসেনি।

বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দোয়া

আগস্ট মাসের শুরুতেই মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ও তার দোসররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই ২ আগস্ট

'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

আমাদের মতে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দোয়া নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ

ক. আয় আল্লাহ্। আপনি পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিয়া দিন। এবং পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমনদের পরাজিত করিয়া দিন।

খ. হায় আল্লাহ্। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ দুশমন সন্ত্রাসবাদীদের জুলুমের হাত থেকে পাকিস্তানীদেরকে হেফাজত করুন।

গ. আয় আল্লাহ্। আপনি পাকিস্তান ও ইসলামপন্থীদেরকে এমন দুষ্কর্ম হইতে বিরত রাখুন যার দরুণ ইসলাম ও পাকিস্তানের ললাটে কলঙ্কের ছাপ না পড়ে।

ঘ. আয় আল্লাহ্। পাকিস্তানীদের মধ্যে যারা ভুল পথে পরিচালিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত পক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত তাহাদের তওবা করার ও আত্মসমর্পণ করার তৌফিক দিন।

ঙ. আয় আল্লাহ্। আপনি যাহাদের তওবা ও আত্মসমর্পণ পছন্দ করেন না তাহাদেরকে নির্মূল করিয়া দিন। অথবা অন্ততঃপক্ষে তাহাদেরকে দারুল ইসলাম ও পাকিস্তান হইতে খারিজ করিয়া দিন।

৩ আগস্ট

টিক্কা খানকে অভিনন্দন

প্রথম পাতায় ৪ কলামবিশিষ্ট ব্যানার হেডলাইনে 'অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত কর' এই শিরোনামে অতি গুরুত্ব সহকারে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্মেলনের খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদটিতে উল্লেখ করা হয়,

> জীবনের সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও চির নিগৃহীত ৬ লাখ মাদ্রাসা ছাত্রের প্রতিনিধিদের দৃপ্ত পদভারে রাজধানীর রাজপথ আবার কেঁপে উঠেছে। তাঁরা আওয়াজ তুলেছে পাকিস্তানের ঐক্য সংহতির বিরোধীদের জন্য আমরা যেমন সর্বশক্তি প্রয়োগ করবো তেমনি জীবনের সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা সমান অংশদারিত্বের ভিত্তিতে আদায় করে নেব। পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট গ্রহণ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করায় ঐতিহাসিক মাদ্রাসা শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে মাদ্রাসার ছাত্ররা গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে গভর্নরকে অভিনন্দিত করেছে।

গোলাম আযমের বক্তৃতা

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্মেলনে গোলাম আযম যে বক্তৃতা করেন সেটিও ৩ আগস্ট 'অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন কর' শীর্ষক শিরোনামে ছাপা হয়।

যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বর্তমান পরিস্থিতিকে যুদ্ধ পরিস্থিতি হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ

> এই যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের যুদ্ধ নয়, আদর্শিক যুদ্ধ। আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই দেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ভিতর শতকরা একশত ভাগ পাকিস্তানী

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রদেশিক জামায়াত প্রধান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষিতদের শতকরা একশো ভাগ পাকিস্তানী। তিনি বলেনঃ

> বর্তমান কর্তৃপক্ষকে আমরা এটা বুঝিয়ে বলেছি যে এদের জন্য জীবনের সর্ব প্রকার সুযোগ উন্মুক্ত করে দিন। কর্তৃপক্ষ সেই হিসাবেই মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেন।

মতিউর রহমান নিজামী বলেন

পাক সেনারা আমাদের ভাই

৩ আগস্ট সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল, 'পাকিস্তান টিকে থাকবেই।' এতে বলা হয়ঃ

> মূলতঃ আমাদের সেনাবাহিনীতে তিন ধরনের জেহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত মোজাহেদ বীর জোয়ানরা থাকার দরুনই বেঈমান দুশমনরা আমাদের চাইতে সামরিক শক্তিতে পাঁচগুণ বেশী শক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাক সেনাবাহিনীর সাথে চরম ভাবে পরাজয় বরণ করে।

এতে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

> আমাদেরকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই পাক সেনাবাহিনীই গত ২৪ বছর ধরে আমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন ছাড়াও জাতীয় প্রতিটি দুর্যোগে আমাদের সাহায্য করে আসছে। গত বছর উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক দূর্যোগে দূর্গত হতাহত মানুষ বিশেষ করে পচা লাশ দাফন থেকে নিয়ে সকল প্রকার সাহায্যের মধ্য দিয়ে যে মানবিক সেবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা থেকেই এদেশের মানুষের প্রতি অফুরন্ত দরদেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং জনাব নিজামী তাদেরকে আমাদের ভাই বলে যথাযথই বলেছেন এবং সেনাবাহিনী ও সাধারণ নাগরিক একাত্ম হয়েই আজ এদেশবাসী শত্রুর মোকাবেলা করবে।

জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের মন্তব্যে

বিস্ময় প্রকাশ

জাতিসংঘর মহাসচিব উথান্টের বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে দৈনিক ওয়াতান একটি নিবন্ধ রচনা করে। দৈনিক সংগ্রাম দ্বিতীয় পাতায় নিবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশ করে। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়ঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে উথান্ট কর্তৃক গৃহযুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা বিস্ময়কর। গৃহযুদ্ধ তো সেটা যা একটা জাতির দুটি দলের মধ্যে হয়ে থাকে। এটা ঠিক যে প্রথম পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কিন্তু সেনাবাহিনীর তৎপরতার ফলে তারা লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।

৪ আগস্ট

রেজাকার বাহিনীর প্রথম গ্রুপের ট্রেনিং সমাপ্ত

৪ আগস্ট তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে উপরোক্ত শিরোনাম দিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়ঃ

রেজাকার বাহিনীর ১ম গ্রুপের ট্রেনিং সমাপ্তি উপলক্ষে আজ স্থানীয় জিন্নাহ্ ইসলামিক ইনস্টিটিউট হলে একটি সমাপনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মাওঃ মিয়া মহম্মদ কাশেমী। সভায় সভাপতি আয়েনউদ্দীন রেজাকার বাহিনীকে তাদের যথাযথ কর্তব্য পালনে সক্রিয় থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রেজকারদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে পাকিস্তানের আদর্শ সংহতি ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়ার উপদেশ দেন।

দাড়ি টুপীওয়ালাদের নির্মমভাবে হত্যা করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের হোতারা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্যদের প্ররোচনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বোঝাতে গেয়ে ৪ আগস্ট 'দালালদের স্বরূপ' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> মুসলমান শাসক সিরাজের বিরুদ্ধে আর এক সরল প্রাণ মুসলমান মীর জাফরকে চাতুর্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়েছিল কারা? তারা কি ক্লাইভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ এরা নয়? এবার পাকিস্তানের কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো না? পাকিস্তানের পাকভূমিতে একদল মুসলমানের বিরুদ্ধে আর একদল মুসলমানকে সংঘর্ষের উস্কানি যারা দিল তারাও যে সেই ক্লাইভ ও জগৎশেঠদের উত্তরসূরী তা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। মজার কথা যারা নিজেরা মীরজাফরের ভূমিকা পালন করছে ও অমুসলমানদের পক্ষে দালালী করছে তারাই আবার আজ এদেশের দেশপ্রেমিক সরল প্রাণ আদর্শবাদীদের দালাল বলে গালি দিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে।
>
> বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে নতুন নতুন ধূম্রজাল প্রথম প্রথম কিছু আবেদন সৃষ্টি করলেও তা যে শুধুমাত্র ভাওতাবাজী ও চরমপন্থী কুমতলব হাসিলের মন মাতানো শ্লোগান তা আজ এখনকার প্রতিটি শান্তি প্রিয় মানুষের কাছে পরিষ্কার। শত শত বাংলাভাষী আলেম ও ওলামা ও দাড়ি টুপীওয়ালাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে বাঙালী জাতীয়তাবাদী হোতাদের আসল রূপ আজ ধরা পড়েছে।''

৫ আগস্ট

শেখ মুজিবের বিচার করা হবে

প্রথম পাতায় ব্যানার হেডলাইন ছিল 'দেশের আইন অনুসারে শেখ মুজিবের বিচার করা হবে।' খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ

> টিভি সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিচার করা হবে। যেহেতু তিনি একজন পাকিস্তানের নাগরিক সেজন্য পাকিস্তানের আইন অনুসারে তার বিচার করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, ''বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা তার নির্বাচনী ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছেন এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমগ্র বিদ্রোহ উস্কিয়ে দিয়েছেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সংকল্প ঘোষণা

পুরো ৮ কলাম জুড়েই উপরোক্ত শিরোনামটি ব্যানার হেডলাইনে উল্লেখ করা হয়ঃ

> প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আগামী ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন। গত ৩০শে জুলাই শুক্রবার করাচীতে আন্তর্জাতিক টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদেরকে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে প্রেসিডেন্ট বলেন জাতীয় পরিষদে যে সব পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের আসন বহাল থাকবে এবং অপরাধমূলক বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে যাদের আসন থাকবে না আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে তাদের নাম ঘোষণা করবেন।

৬ আগস্ট

পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ

পাকিস্তানের সামরিক সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের উপর প্রকাশিত শ্বেতপত্রটি ৬ আগস্ট প্রথম পাতায় পুরো ৮ কলাম জুড়ে রিভার্সে উপরোক্ত শিরোনামে ব্যানার হেডলাইন দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। শ্বেতপত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ছিলঃ

> ১. আওয়ামী লীগের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা ২. সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ৩. বিদ্রোহীদের হাতে এক লাখ লোক নিহত ৪. নয়াদিল্লীর প্রত্যক্ষ যোগসাজশ ৫. ভারত এখনো বিদ্রোহীদের ট্রেনিং দিচ্ছে ৬. পিপলস্ পার্টি একটি আঞ্চলিক দল।

৭ আগস্ট

সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়

পাকিস্তান সামরিক জান্তার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে একটি অবাস্তব ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই ভণ্ডামিপূর্ণ শ্বেতপত্রটি জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য ৭ আগস্ট 'শ্বেতপত্রের আলোকে' শীর্ষক শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করা হয়ঃ

> মার্চের ১লা তারিখের পর থেকে আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু করে। মার্চের ১লা তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে যে সমঝোতার আলোচনা চালিয়েছিল তা ছিল নিছক লোক দেখানো। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অগ্রহণযোগ্য অবাস্তব দাবী তুলে একদিকে আলোচনার প্রহসন চালিয়েছে, অপরদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছে। শ্বেতপত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় ২৫ তারিখের মধ্যরাত্রিতে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত বিদ্রোহের সময় নির্ধারিত ছিল, কিন্তু খোদার অশেষ মেহেরবানী, শাসনতান্ত্রিক ছদ্মবেশ নিয়ে দেশকে বিচ্ছিন্ন করার আওয়ামী লীগ প্রচেষ্টা যেভাবে ব্যর্থ হয় ঠিক সেভাবেই তার সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। সেনাবাহিনী যথাসময়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আওয়ামী লীগের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়।

রেসকোর্সে তার তথাকথিত নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা

শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিদ্রূপ করে ৭ আগস্ট 'আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংকট' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

এতদসত্ত্বেও শেখ মুজিব ও তার সমার্থক ছাত্রদল ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে নির্বাচনের চরম হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পথে অগ্রসর হতে থাকে। রেসকোর্সে তার তথাকথিত নীতি নির্ধারণী ভাষণে দেশবাসীকে চরম অরাজকতা সৃষ্টির দিকে আহ্বান করেন। তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরী করা ও লাঠি সোটা নিয়ে তৈরী থাকার আহ্বান জানিয়ে হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

তার প্রবীণ গুরু ভাসানী

অপরপক্ষে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সিদ্ধহস্ত তার প্রবীণ গুরু জনাব ভাসানী সাহেব স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। তার এককালীন নেতা মশিউর রহমানও প্রদেশ সফর করে তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন।

পাক সেনাবাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপ

সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

অপরপক্ষে ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ থেকে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদদের উপর বর্বর অমানুষিক হামলা শুরু হয়। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার নরনারীকে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়, ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রিতে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত বিদ্রোহের সমস্ত পরিকল্পনা যখন সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এমন এক সংকট মুহূর্তে আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে পাক সেনাবাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজগুলো কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় বিশ্ববাসীর সামনে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা প্রদর্শনের জন্য সামরিক জান্তা এস.এস.সি. পরীক্ষা নেবার আয়োজন করে। অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। স্বাধীনতার পর পরীক্ষাটি অবশ্য বাতিল হয়ে যায়। ৭ আগস্ট পরিবেশিত খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ

শান্তি ও শৃংখলার সাথে বরিশাল ও রাজধানীতে এস.এস.সি পরীক্ষা হচ্ছে।

এতে আরো বলা হয়ঃ

দুষ্কৃতিকারীদের গুজব রটনা সত্ত্বেও গতকাল পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল এবং পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

৮ আগস্ট

মুজিব ও আওয়ামী লীগ জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে

—গোলাম আযম

উপরোক্ত শিরোনামে গোলাম আযমের একটি বক্তব্য ৮ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এতে বলা হয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন যে, শেখ মুজিব ও বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ ভারতের সাথে আঁতাত করে এ অঞ্চলের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি বলেন এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে জনগণের উপর অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা নেমে এসেছে। ভাবী বংশধরগণ তাদের ক্ষমা করবেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মওলানা মওদুদীর বিবৃতি

একই দিনে প্রথম পাতার তৃতীয় কলামে জামায়াতে ইসলামের আমীর মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর বিতর্কিত শ্বেতপত্রের সমর্থনে বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ

ভারতীয় প্রচার ও ইহুদী সমর্থিত পাশ্চাত্য সংবাদপত্র কর্তৃক বিপুল ক্ষতি সাধনের পর বিলম্বে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কিত শ্বেতপত্র বিদেশে বিতরণের জন্য বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদ করা উচিত।

মেয়েদের উলঙ্গ করে প্যারেড করানো হয়

জামাতে ইসলামী ও তার মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম নিজেদেরকে ইসলামের একমাত্র সোল এজেন্ট হিসেবে প্রচার করত। ধর্মীয় মুখোশের আড়ালে চরম ভণ্ডামিপূর্ণ ও মিথ্যাচারের ধূম্রজালে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে তারা কখনো কুণ্ঠিত হতো না। বিশেষ করে আমাদের জাতির বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও আত্মত্যাগকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে জনতাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় এরা সর্বদা লিপ্ত ছিল। '৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ও অসহযোগ আন্দোলনে জনগণের বীরোচিত লড়াইকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস বিকৃত করে ধর্মীয় মুখোশ আঁটা এই পত্রিকাটি ৮ আগস্ট 'শ্বেতপত্রের আলোকে-২' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উদ্ভট বানোয়াট কল্পকাহিনী প্রচার করে। এতে উল্লেখ করা হয়ঃ

আওয়ামী লীগ এবং তার প্ররোচনায় বিদ্রোহকারী ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলের সশস্ত্র লোকজনরা বর্ণনাতীত নৃশংসতার মধ্য দিয়ে নারী শিশু ও পুরুষকে হত্যা করে। হত্যার পূর্বে অনেক জায়গায় মেয়েদের উলঙ্গ করে প্যারেড করানো হয় এবং মাদেরকে সন্তানের রক্তপান করতে বাধ্য করানো হয়। কোথাও আবার মেয়েদেরকে দিয়ে কবর খুড়িয়ে নিয়ে তাদেরকে ধর্ষণ করে পরে সেই কবরে তাদের সমাধিস্থ করা হয়।

তাছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গুদাম ও বাড়ীতে পুরুষ নারী শিশুদেরকে বন্ধ করে রেখে তাদেরকে জীবন্ত আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে.....যদি আওয়ামী লীগের নৃশংসতার ইতিহাস কোন দিন লেখা হয় তাহলে তা বিশ্ব ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়ে পরিণত হবে।

হিন্দুরা ছিলেন শেখ সাহেবের বন্ধু

উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

ভাষা ও ভৌগলিক দূরত্বের বেড়া ডিঙিয়ে মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই এবং তারা সকলে এক জাতি। ইসলামী জাতীয়তার এই যে ধারণা আওয়ামী লীগ একেই ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। এ কারণেই তো আমরা দেখি বাংলাভাষী হিন্দুরা

ছিলেন শেখ সাহেবের বন্ধু কিন্তু একজন অবাঙালী মুসলমান সে যতই ভালো হোক শেখ সাহেবের শত্রু।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি ইসরাইলের ইহুদীদের গভীর মমতা ছিল

এদিনের সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

> সুতরাং আওয়ামী লীগ শুধু রাষ্ট্রদ্রোহীই ছিলনা, জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য ও ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এটা শুধু যুক্তির দাবীই নয়, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এর বাস্তব প্রমানও দিয়েছিলেন। গত মার্চ মাসে আওয়ামী মহল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্নাহ্ হলের নাম পরিবর্তন করে সূর্যসেন হল রেখেছিল। এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি গানকে জাতীয় সঙ্গীত করে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি ইসরাইলের ইহুদীদের গভীর মমতা ও সহানুভূতি থেকেও আওয়ামী লীগের জাতিদ্রোহীতার প্রমাণ মেলে। জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী নেতৃবৃন্দও এদেশের কোটি কোটি মুসলিম জনতাকে হিন্দুদের গোলামে পরিণত করতে চেয়েছিল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মীরজাফরী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমাদের সেনাবাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ দেশ ও জাতিকে এক সর্বনাশা বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়েছে।

টিক্কা খানকে একনজর দেখার ইচ্ছা

লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান নৃশংসতার দরুন বাঙালী জাতির কাছে চিরকাল ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবে। অথচ দৈনিক সংগ্রাম ৮ আগস্ট টিক্কা খানের প্রশস্তি গেয়ে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। উপসম্পাদকীয়তে নিবন্ধকার উল্লেখ করেনঃ

> ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের বীরত্ব ও সাহসীকতার নাম শুনে তাকে এক নজর দেখার ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। তার ছবি আমার মানসপটে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে অঙ্কিত ছিল।

কোরান শরীফ নিয়ে শপথ গ্রহণ

৮ আগস্ট তৃতীয় পৃষ্ঠায় দুটি ছবি ছাপা হয়। ছবি দুটির একটির ক্যাপসনে লেখা ছিলঃ

> রেজাকার বাহিনীর প্রথম দলটি কোরান শরীফ নিয়ে শপথ গ্রহণ করছেন।

এবং দ্বিতীয়টির ক্যাপশানে লেখা ছিলঃ

> শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান দেশ রক্ষার জন্য রেজাকারদের আহ্বান জানান।

৯ আগস্ট

পাকিস্তানী পতাকা বিক্রির হিড়িক

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের আজাদী দিবস আসন্ন কিন্তু ততদিনে এদেশের মানুষের মনে পাকিস্তান সম্পর্কে আর কোনো মোহ ছিল না। পাকিস্তান তখন তাদের কাছে ছিল মৃত। স্বাধীনতাবিরোধী এই পত্রিকাটি পাকিস্তানের আজাদী দিবসকে

তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান চালায়। তাৎপর্যহীন এই আজাদী দিবসকে অর্থবহ করে তোলার জন্য আজাদী দিবসের বিভিন্ন খবরাখবর খুবই গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করত। তাতে মনে হতো এ দেশের সমস্ত লোক বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পাকিস্তান দিবস পালন করছে। ৯ আগস্ট ২৫তম আজাদী দিবস পালনের প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে বলা হয়ঃ

> আগামী ১৪ই আগষ্ট ২৫তম আজাদী দিবস প্রথমবারের মত মহাসমারোহে উদযাপনের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে। ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের সরকারী বেসরকারী সব রকম প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়। আরো বলা হয়, সরকারী, বেসরকারী ভবনগুলি সুন্দর করে সাজানো হবে, দোকান-পাট, রাস্তায়, ভবন শীর্ষে শোভা পাবে জাতীয় পতাকা। এবারও রাজধানী ঢাকায় আজাদী দিবস পালনের প্রস্তুতিতে এখন মেতে উঠেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। দোকান পাট ও ঘর সাজানোর জন্য নানা ধরনের পতাকা বিক্রিরও হিড়িক পড়েছে।

১০ আগস্ট

শেখ মুজিবের বিচার শুরু

প্রথম পাতায় অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে 'আগামীকাল শেখ মুজিবের বিচার শুরু' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়ঃ

> পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং অন্যান্য অপরাধের দায়ে একটি বিশেষ সামরিক আদালতে বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে। প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়, আগামী ১০ই আগস্ট বুধবার এই বিচার শুরু হবে এবং এই বিচার গোপনে অনুষ্ঠিত হবে। এর কার্যবিবরণী গোপন রাখা হবে। আরো বলা হয়, তিনি তার ইচ্ছামত একজন কৌসুলী নিয়োগ করতে পারবেন, তবে এই কৌসুলীকে পাকিস্তানের নাগরিক হতে হবে।

রেজাকার বাহিনীর কৃতিত্ব

একই দিনে উপরোক্ত শিরোনামে উল্লেখ করেঃ

> প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রেজাকার বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্রধারী ডাকাত ও ভারতীয় দালালদের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি ইউনিয়নে রেজাকার বাহিনী গঠিত হলে প্রদেশের যোগাযোগ সেতু ও স্বাভাবিকতা বিনষ্টের সকল ভারতীয় চক্রান্তই ব্যর্থ হতে বাধ্য।
>
> .....শ্বেতপত্রে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোনরূপ অতিরঞ্জন তো নেই-ই পরন্তু আওয়ামীদের দ্বারা ঘটিত অনেক নৃশংস ঘটনাও তা থেকে বাদ পড়েছে বলে অনেকের ধারণা।
>
> সুতরাং প্রদেশের সকল অঞ্চলে গঠিত শান্তি কমিটি ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের উচিত রেজাকার বাহিনীকে আরও ব্যাপক ও জোরদার করে তোলা।

১১ আগস্ট

সোভিয়েত হিন্দুস্তান মৈত্রীচুক্তি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তিবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পর পর ৫টি ভেটো প্রদান করে। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হলে পাকিস্তানের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই চুক্তিটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তাই দৈনিক সংগ্রাম এই চুক্তির সমালোচনা করে উপরোক্ত শিরোনামে ১১ আগস্ট সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে হিন্দুস্তানের সাম্প্রতিক চুক্তি হিন্দুস্তানের আক্রমনাত্মক তৎপরতাকে জোরদার করে তুলবে এবং তা শুধু এই উপমহাদেশে নয়, বিশ্ব শান্তিকেই বিঘ্নিত করে তুলতে পারে। জাতিসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রভাবশালী সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তির পরিপন্থী এ ভূমিকা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মনে হবে।

১২ আগস্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুশিয়ারী

'৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তাদান করেছিল। এ সময় পাকিস্তানকে সাহস যোগানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে হুমকি প্রদান করলে দৈনিক সংগ্রাম খুশিতে গদগদ হয়ে পুরো ৮ কলাম জুড়ে উপরোক্ত শিরোনামে ব্যানার হেডলাইনে ১২ আগস্ট সংবাদটি পরিবেশন করেঃ

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন হামলা চালালে তার জন্য ভারতকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। যদি ভারত কোনক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের উদ্যোগ নেয় তাহলে দিল্লীকে এর জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে বাধ্য করা হবে।

পাকিস্তানী দালাল
মওলানা মাদানী নিহত

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারভিযান চালানোর সময় মওলানা মাদানী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হন। দৈনিক সংগ্রাম ১২ আগস্ট মওলানা মাদানীর এই মৃত্যুসংবাদ প্রথম পাতায় অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। নিহত মাদানীর ছবিসহ পরিবেশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল 'ভারতের চরের গুলিতে মওলানা মাদানীর শাহাদাতবরণ।'

মওলানা মাদানীর শাহাদাত
মুসলমানদের সচেতন করার জন্য যথেষ্ট
—গোলাম আযম

স্বাধীনতাবিরোধী মওলানা মাদানীর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গোলাম আযমের প্রদত্ত বিবৃতিটি ১২ আগস্ট উপরোক্ত শিরোনামে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে গোলাম আযম বলেনঃ

> আওলাদে রসুল মওলানা মাদানীর শাহাদাত তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন করার জন্য যথেষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন।

তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা
ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলমানের দুশমন
—গোলাম আযম

তিনি আরো বলেনঃ

> ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলমানদের দুশমন তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা আর যাই হোক দেশের ভালো ভালো সৎ লোক, ইমানদার লোক, পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ও আস্থাভাজন লোকদের বহুসংখ্যককে ইতিমধ্যে শহীদ করেই ছাড়েনি তারা মওলানা মাদানী সাহেবের মত একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম, বুজর্গ পীর এবং মোখলেছ পাকিস্তানীকেও শহীদ করতে সাহসী হয়েছে যার সমগ্র জীবন ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য ওয়াকফ। তার শাহাদতে গোটা পাকিস্তানের মুসলিম মানস চরমভাবে বিক্ষুব্ধ। তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকদের উচিত তাদের ঈমানকে দুরস্ত করা। মওলানা মাদানীর এ শাহাদাতের সত্যিকার মর্যাদা তখনই সম্ভব যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মুসলমান নিজ নিজ এলাকার দুষ্কৃতিকারীদের তন্ন তন্ন করে তালাশ করে তাদের থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য রাতদিন চেষ্টা করবে। পাকিস্তান ও ইসলামকে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য জেহাদের আন্তরিক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। মওলানা মাদানীর এ শাহাদাত পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের বুকে ঈমানের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে এ আমার পূর্ণ বিশ্বাস।

দুষ্কৃতিকারীদের এর পরিণাম ফল ভোগ করতে হবে
—মতিউর রহমান নিজামী

মওলানা মাদানীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউনুস যুক্ত বিবৃতি দেন। যুক্ত বিবৃতিটি ১২ আগস্ট ছাপানো হয়। যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা বলেনঃ

> ইসলামী আন্দোলনের দুই একজন নেতাকে হত্যা করে পাকিস্তানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না এবং দুষ্কৃতিকারীদেরকে এর পরিণাম ফল ভোগ করতেই হবে।

জ্বলন্ত আগুনে ইন্ধন যোগানোর কাজ করবে
—মওদুদী

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যকার চুক্তিকে সমালোচনা করে আবুল আলা মওদুদী যে বিবৃতি দেন তা দৈনিক সংগ্রাম ১৩ আগস্ট প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে মওদুদী বলেছেনঃ

> যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অঘোষিত যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার নয়া চুক্তি কেবল মাত্র জ্বলন্ত আগুনে ইন্ধন যোগানোরই কাজ করবে এবং এর ফলে এ সংঘর্ষে বৃহৎ শক্তিসমূহ জড়িয়ে পড়তে পারে।
>
> তিনি আরো বলেন, সোভিয়েত যেহেতু পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুতরাং পাকিস্তানকেও এ কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে, সে রাশিয়ার বন্ধুত্বের প্রতি আর আস্থা স্থাপন করতে পারে না এবং ভারতের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতীয় হামলার মোকাবেলা করবে এবং নিজের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের নামে

আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে

স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী প্রচারণা চালানোর সময় মওলানা মাদানী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হলে দৈনিক সংগ্রাম মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> সন্দেহ নেই মওলানা মুস্তফা আল মাদানীর শাহাদাতের রক্ত প্রতিটি আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের রক্তে আগুন জ্বালাবে আর সে আগুনে জ্বলে মরবে ভারতের চর যত এজিদের বংশধররা। তারা তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের নামে দেশের আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের যে নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে তা আজ পাক বাংলার ইসলাম প্রচারণা ও মুসলমানদের পাইকারী হারে নির্মূল করে তারা যে বাংলাদেশ কায়েম করতে চাচ্ছে তা হিন্দু সংস্কৃতির বাংলাদেশ হতে পারে বটে, কিন্তু মুসলমানের ইসলামী আদর্শের পাক-বাংলা থাকবে না। তাই আজ প্রতিটি মুসলমান হিন্দু ভারত ও তার অন্য দালালদের ইসলাম ও মুসলমানের পাকিস্তান ধ্বংসের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে শহীদ আল মাদানীর রক্তের দাম আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ওপারের হিন্দু বাবুদের ইঙ্গিতে

১৩ আগস্ট 'মোস্তফা আল মাদানীর শাহাদাত প্রসঙ্গে' উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> যারা শহীদ আবদুল মালেককে শহীদ করেছে, যারা মওলানা মোস্তফা আল মাদানীকে শহীদ করলো, যারা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রিয় খাঁটি মুসলমানদের হত্যা করে যাচ্ছে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন গ্রুপ বা দল নয় বরং তারা ওপারের হিন্দু বাবুদের ইঙ্গিতে কার্যরত একটি সংগঠিত দল। এরা আমাদের মধ্যেই মিশে আছে এবং সুযোগ মত আমাদের বুকে ছুরি হানছে। এদেরকে একে একে আমাদের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারলে মানুষ শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারবে না।

মওলানা ভাসানী বর্তমানে কোলকাতার জেলে

১৩ আগস্ট পরিবেশিত আরো একটি বানোয়াট খবর তৃতীয় পাতার দ্বিতীয় কলামে প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনামটি ছিলঃ

> ন্যাপ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বর্তমানে কোলকাতার জেলে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী রয়েছেন।

১৪ আগস্ট

পাকিস্তানের আজাদী দিবস উপলক্ষে গোলাম আযমের বিবৃতি

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের আজাদী দিবস বাংলাদেশের জনগণ ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও গোলাম আযম এই দিবসটি উপলক্ষে বিবৃতি দিতে ভুল

করেননি। ১৪ আগস্টের দৈনিক সংগ্রামে এই বিবৃতিটি ছাপা হয়। অবলীলায় গণহত্যা সংগঠিত করার দায়ে সে সময় পাকিস্তান যে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তা গোলাম আযমের বিবৃতিতে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

'পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান' শিরোনামে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ঐক্য ও সংহতি বর্তমানে সংকটাপন্ন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বহিঃশত্রুদের দ্বারা হুমকীর সম্মুখীন। ভারতীয় অপপ্রচারে বিভ্রান্ত বিদেশী সংবাদপত্র ও বৃহৎ শক্তিবর্গ পাকিস্তানের প্রতি অবন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করেছে।

জাতি আজ জিন্নাহ্‌কে স্মরণ করছে

এভাবে চলে আসে ১৪ আগস্ট ১৯৭১। পাকিস্তানের আজাদী দিবস। এদেশের জনগণ এদিনটি ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু দৈনিক সংগ্রাম এদিন এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করে, যাতে মনে হয় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে জনগণ পাকিস্তানের আজাদী দিবস পালন করছে। আজাদী দিবস উপলক্ষে তারা ছয় পৃষ্ঠার একটি বিশেষ সংখ্যাও বের করে। প্রথম পাতায় জিন্নাহর একটি বড় ছবি প্রকাশ করা হয়। ক্যাপশানে লেখা ছিলঃ

> ২৫তম আজাদী দিবসে জাতি আজ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে স্মরণ করছে।

প্রথম পাতায় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানের ছবিসহ একটি বাণীও প্রকাশ করা হয়।

এত বড় মিছিল আর দেখা যায়নি

একই দিন প্রথম পাতায় 'আজাদী দিবস উপলক্ষে অভূতপূর্ব গণ মিছিল' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়ঃ

> আজাদীর ২৫তম দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা শহর শান্তি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত গতকাল শুক্রবার ঐতিহাসিক গণ মিছিলকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। আজাদী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৪৮ সালের পর এত বড় মিছিল আর দেখা যায়নি।

পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা হেফাজত করতে হবে

উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত খবরে আরো বলা হয়ঃ

> এ জাতির কতিপয় মীর জাফর হিন্দুদের সহযোগিতায় কোটি কোটি মুসলমানের আজাদী বিনষ্ট করে জাতিকে হিন্দুদের গোলামে পরিণত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল এবং জাতির জীবনে ডেকে এনেছিল অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা।
>
> আজাদ ওয়াতন পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার হেফাজত ও পাকিস্তানের পাক ভূমি থেকে আভ্যন্তরীণ শত্রু ও ভারতীয় দালালদের উৎখাত করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই মুসলিম রাষ্ট্রের আজাদী রক্ষাকল্পে জেহাদী শপথ গ্রহণই হচ্ছে আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য।

শান্তি কমিটি অশান্তি কমিটির নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে

'শান্তি কমিটি' এদেশের মানুষের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এদেশের পথঘাট চিনত না। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যেত। এরা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত নেতা ও কর্মীদের হত্যা করার ব্যাপারে পাকিস্তানের সৈন্যদের সহযোগিতা করেছিল। লুট, হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগসহ প্রতিটি কাজেই তারা পাকিস্তানীদের সহযোগিতা করেছে। এদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই কমিটির প্রতি জনগণের ক্ষোভ এবং ঘৃণা এত প্রবল ছিল যে, দৈনিক সংগ্রামও শান্তি কমিটির অপকীর্তির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই ১৪ আগস্ট এই কমিটির অপরাধকে লঘু করার জন্য এবং শান্তি কমিটিকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য 'শান্তি কমিটির কর্তব্য ও গুরুত্ব' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির বয়স আজ সাড়ে চার মাস অতিক্রম করে চলেছে। তবে শান্তি কমিটির অপ্রশংসনীয় কাজ যে আদৌ নেই তাও বলা চলে না। কারণ দেশের মানুষ দিয়েই শান্তি কমিটি গঠিত। আকাশের ফেরেশতাদের দ্বারা নয়। তাই দেশের মানুষও যেমন ভুল ত্রুটি মুক্ত নয়, তেমনি মুক্ত নয় তাদের নিয়ে গড়া শান্তি কমিটি। এ কারণেই কোথাও বা শান্তি কমিটি নাকি অশান্তি কমিটিরই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না

উপরোক্ত শিরোনামে সম্পাদকীয়তে আরো প্রকাশ পায় যে, সে সময় শান্তি কমিটিও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার খেয়ে বেসামাল ও হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাই শান্তি কমিটির অস্তিত্ব রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়ঃ

> অঘোষিত রনাঙ্গনে দুমুখো গোলাগুলির মাঝখানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যারা দেশের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য কাজ করেছে আর একে একে আত্মোৎসর্গ করেছে তাদের প্রতি কি দেশের সরকার ও জনগণের কোন কর্তব্য নেই? দেশ ও জনতার নিরাপত্তার ব্যাপারে শান্তি কমিটির বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে কি তারা দেশের সরকার ও জনতার কাছে নিজেদের নিরাপত্তাটুকু আশা করতে পারে না? যদি তারা তাদের সে ন্যায্য পাওনাটুকু পেত, তাহলে কি আর তাদের এ ভাবে প্রাণ দিতে হত?
>
> ভারত ও তার চরদের অঘোষিত যুদ্ধ যতদিন শেষ না হয় ততদিন শান্তি কমিটি দেশ ও জনতার উভয় স্বার্থেই প্রয়োজন। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা ও সুসংগঠিত করার গুরুত্ব অত্যধিক। শান্তি কমিটির শূন্যতা দেশ ও জনতা দুটোকেই বিপন্ন করতে পারে, তা উপলব্ধি করা না হলে মারাত্মক ভুলই করা হবে। ভুলে গেলে চলবে না, পাকিস্তানের নেতা উপনেতা খতম হলে জনতাও হতাশ হয়ে পড়বে। তখন শুধু সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না। এ কারণেই আজ সবচেয়ে প্রয়োজনে হচ্ছে নিখুঁত ও এককেন্দ্রিক শান্তি কমিটি ও তার অধীনে প্রয়োজনীয় নির্ভেজাল রেজাকার বাহিনী। এ দুটো সংগঠন যদি সুষ্ঠভাবে চালু হয়ে যায় তাহলে

> সেনাবাহিনী যেমন বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে পারবে তেমনি শান্তি কমিটি ও রেজাকার বাহিনী পঞ্চম বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় গেরিলাদের বিরুদ্ধে পাল্টা গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারেও গভীর ভাবে বিবেচনা করা উচিত।

১৫ আগস্ট

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে ইয়াহিয়ার তীব্র প্রতিবাদ

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এ সময় শেখ মুজিবের প্রহসনমূলক বিচারের আয়োজন করে। এই বিচারের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের পক্ষ থেকে একজন মুখপাত্র এই প্রহসনমূলক বিচারে উদ্বেগ প্রকাশ করলে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ক্ষোভ প্রকাশ করে জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী সদস্যকে যে নির্দেশ দেন তা ১৬ আগস্ট দৈনিক সংগ্রাম 'পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ' শিরোনামে প্রকাশ করে। এতে বলা হয়ঃ

> শেখ মুজিবর রহমানের আসন্ন বিচারানুষ্ঠান সম্পর্কে জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্টের পক্ষে জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র যে বিবৃতি দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য পাকিস্তানী স্থায়ী প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিয়েছেন। খবরে আরো বলা হয়, পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রচেষ্টা অথবা পূর্ব পাকিস্তানে কি ধরণের রাজনৈতিক সমাধানে আসতে হবে পাকিস্তানকে সে ধরনের নির্দেশ দেয়ার কোন প্রচেষ্টার প্রতি এই সমঝোতাকে সম্প্রসারিত করা যাবে না।

১৬ আগস্ট

পাকিস্তান কোন ভূখণ্ডের নাম নয় একটি আদর্শের নাম

—মতিউর রহমান নিজামী

আজাদী দিবস উপলক্ষে ইসলামী ছাত্রসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। এই সমাবেশের খবর ১৬ আগস্ট ছাপা হয়। সমাবেশে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী বলেনঃ

> পাকিস্তান কোন ভূখণ্ডের নাম নয়, একটি আদর্শের নাম। এই ইসলামী আদর্শের প্রেরণাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এবং এই আদর্শই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। ইসলাম প্রিয় ছাত্রসমাজ বেঁচে থাকলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকবে।

তথাকথিত বাঙালী বীরেরা পশ্চিম বঙ্গে বাংলাদেশ কায়েম করেছে

—গোলাম আযম

আজাদী দিবসে ছাত্রসংঘ আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে গোলাম আযম যে বক্তৃতা করেন তাও একই দিনে ছাপা হয়। গোলাম আযম বলেনঃ

পাকিস্তান এখনো তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে যাত্রা শুরু করেনি। আর এটাই হচ্ছে জাতীয় মূল সংকট। কোন দেশ তার নিজের দেশের হলে আজাদ হবে সাধারণ আজাদীর এই সংজ্ঞা ইসলাম স্বীকার করে না। বাংলাদেশ বাঙালীদের দ্বারা শাসিত হবে এ মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজুদ্দীনের। এই জন্যেই তথাকথিত বাঙালী বীরেরা পাশ্চিম বঙ্গে বাংলাদেশ কায়েম করেছে।

মহাসমারোহে আজাদী দিবস পালিত

১৬ আগস্ট ১ম, ৫ম ও শেষ পাতায় মোট ১৮টি ছবি ছেপে আজাদী দিবসের সংবাদ উপরোক্ত শিরোনামে ঘটা করে পরিবেশিত হয়।

১৮ আগস্ট

বাঙালী জাতীয়তার নামে
হিন্দুদের সাথে একজাতি হয়ে গেছে।
—গোলাম আযম

পাকিস্তান আজাদী দিবস উপলক্ষে ১৮ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে গোলাম আযম একটি উপসম্পাদকীয় লেখেন। উপসম্পাদকীয়টি 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে পাকিস্তান' শীর্ষক শিরোনামে গোলাম আযম উল্লেখ করেনঃ

> হিন্দুদের সাথে এক জাতি হয়ে এবং হিন্দু ভারতকে বন্ধু মনে করে অদূরদর্শী কতক মুসলিম নেতা বাঙালী মুসলমানদেরকে সর্বক্ষেত্রে বহু পেছনে ঠেলে দিয়েছে। এর ধাক্কা সামলিয়ে বাঙালী মুসলমানকে আবার অগ্রগতি লাভ করতে হলে মুসলিম জাতীয়তাবোধকেই জাগ্রত করতে হবে। আসুন আমরা অতীতের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে ঐ প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ দান করার দৃঢ় শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সত্যিকারভাবে আজাদী দিবস পালন করি।

গোলাম আযমের মিথ্যাচার

সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে গোলাম আযম পবিত্র ইসলামকে ব্যবহার করেন। বেমালুম মিথ্যা বলতে তার ধর্মে কখনো বাধে না। পাকিস্তানের নামকরণের ইতিহাস বর্ণনা করতে যেয়ে গোলাম আযম ইতিহাসকে বিকৃত করে ১৮ আগস্ট একটি উপসম্পাদকীয় রচনা করেন। 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে পাকিস্তান' শীর্ষক শিরোনামে গোলাম আযম উল্লেখ করেনঃ

> দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের নামই স্থান, ভাষা, জাতি বা ঐতিহাসিক কোন নাম থেকে নেয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানের নাম এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম। এ নাম যা বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে। এ নামের অর্থ হলো পবিত্র স্থান।

অথচ পাকিস্তান নামকরণের ইতিহাস এদেশবাসীর সবারই জানা। লণ্ডনে আইন শাস্ত্রে অধ্যয়ণরত ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী তৎকালীন ভারত বর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত পাঁচটি এলাকার নামের ইংরেজী অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে PAKISTAN (পাকিস্তান) নামকরণ করেছিলেন। পাঁচটি এলাকার অক্ষরগুলোকে তিনি নিম্নলিখিতভাবে সাজিয়েছিলেন।

P-PANJAB.

A- AFGANISTAN (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সেই সময় আফগানের একটি অংশ ছিল)
K-KASMIR
I-Indus (সিন্ধু)
STAN-BALUCHISTAN.

রহমত আলী নিজ খরচে লণ্ডনে একটি ভোজ সভার আয়োজন করে জিন্নাকে নিমন্ত্রণ করেন। আর এই ভোজ সভাতেই রহমত আলী জিন্নাহ্‌কে পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রস্তাব দেন। গোলাম আযম পাকিস্তান নামের অর্থ ''পবিত্র'' বলেছেন অথচ যে ভোজ সভায় জিন্নাহকে রহমত আলী পাকিস্তান নামের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই ভোজসভাটি মোটেও পবিত্র অথবা ইসলাম সম্মত ছিল না, ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের লেখকদ্বয় তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফ্রিডম এট্ মিড নাইটে' (পৃঃ ১১৭) ভোজসভাটির চিত্র অংকন করতে যেয়ে বলেছেনঃ ''রহমত আলী নামের সেই গ্রাজুয়েট ছাত্রটির মনও নবীন আশায় মুকুলিত। নিজের খরচে লণ্ডনের ওয়ালডর্ফ হোটেলে ব্লাক টাই (Black-tie) ডিনারের ব্যবস্থা করেছে রহমত। রীতিমত পৃথুল ভোজের আয়োজন। অ-মুসলমানী নিষিদ্ধ মাংস মদের ছড়াছড়ি। দামী সাদা রংয়ের ফরাসী পানীয় (Chablis) আর কুক্কুটের পিঠের মাংস পরিবেশিত হচ্ছে এই ডিনারে। আজকের ভোজানুষ্ঠানে ভারতের একমাত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে নেমতন্ন করা হয়েছে। মানুষটাকে রহমতের বড় দরকার। তার খুব আশা জিন্নাহ্‌কে নিজের দলে টানতে পারবে। পৃথক ইসলামী রাষ্ট্রের আন্দোলনের দায়িত্ব যদি জিন্নাহ্ নেন। তবে খুবই নিশ্চিত হয় রহমত আলী।''

১৯ আগস্ট

৮৮ জনের সদস্যপদ বহাল থাকায় গোলাম আযমের ক্ষোভ

'আর সময় নষ্ট না করে আসাম দখল করে নেয়া উচিত' শীর্ষক শিরোনামে দৈনিক সংগ্রামে ১৯ আগস্ট শেষ পাতায় গোলাম আযমের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়।

প্রেসিডেন্ট ২৮ জুলাই বেতার ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক সদস্যদের পদ বাতিল ঘোষণা করলেও ৮৮ জন নির্বাচিত সদস্যের পদ বহাল রাখা হয়। এতে গোলাম আযম সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকার প্রদান কালে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পত্রিকায় ভাষায় প্রকাশিত তার ভাষ্যটি ছিলঃ

> বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৮৮ জন নির্বাচিত সদস্যের আসন বহাল থাকায় তিনি উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। যারা এখনো ভারতে অবস্থান করছে তাদের নামও এ তালিকায় দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিশেষত কুমিল্লার ক্যাপ্টেন সুজাত আলী ও নোয়াখালীর আবদুল মালেক উকিলের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ক্যাপ্টেন সুজাত আলী পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের জন্য কোলকাতায় গেরিলা ট্রেনিং দান করেছেন।

২০ আগস্ট

ইয়াহিয়া ও টিক্কা খানের নামে আজাদী তোরণ

'৭১ সালে ১৪ আগস্ট আজাদী দিবসে ঢাকা শহরে বাংলাদেশের গণহত্যার নায়ক ইয়াহিয়া ও টিক্কা খানের নামে পাকিস্তানী দোসর জামাত-মুসলিম লীগসহ স্বাধীনতা বিরোধীরা কতগুলো তোরণ নির্মাণ করে। দৈনিক সংগ্রাম ২০ আগস্ট এই সমস্ত নির্মিত তোরণের প্রশংসা করে 'আজাদীর তোরণ' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> ....৪৭-এর আজাদী প্রাপ্ত নির্যাতিত মুসলিম জাতিকে '৭১-এ এসে পুনরায় দিতে হয়েছে আরো বহু রক্ত। গৃহশত্রুদের ষড়যন্ত্র হতে আবার নুতন করে লাভ করতে হয়েছে আপন দেশ পাকিস্তানকে। ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, খাজা খয়েরুদ্দীন প্রমূখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও শহীদের নামে এসব তোরণের নাম রাখা হয়েছে। ২৫তম আজাদী দিবসের স্মরণে এসব তোরণ উৎসর্গকৃত। বিস্ময় বিমুগ্ধ হৃদয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেনো এত আয়োজন? হৃদয় আমায় জবাব দিল এযে আজাদীর বুকভরা নিশ্বাস-৭১-এর পাকিস্তানের নবজন্ম দিবস।

২৩ আগস্ট

শেখ মুজিবকে অপহরনের চেষ্টা করা হয়েছিল

২৩ আগস্ট প্রথম পাতায় চর্তুদিকে কালো বর্ডার দিয়ে উপরোক্ত শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ভারত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করেছিল এবং ইসলামাবাদে অবস্থানরত ভারতীয় হাই কমিশনারকে খোলাখুলি নির্দেশ দিয়েছিল। ভারতীয় হাই কমিশনার এটা অপারগতা প্রকাশ করে কেননা তার জানা ছিল অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ প্রধান অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রহরাধীনে রয়েছেন এবং তাকে সে স্থান হতে বের করা দুরূহ ব্যাপার।

এখানেও ভারতের হাত

বাংলাদেশে গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তান সরকার যেখানেই বাধার সম্মুখীন হয়েছে সেখানেই ভারতের হাত আবিষ্কার করেছে। তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট শেখ মুজিবের বিচার বন্ধের আবেদন করলে সেখানেও উথান্টের সাথে ভারতের যোগসাজশ খুঁজে বের করে ২৩ তারিখের উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ভারত সরকার শেখ মুজিবকে অপহরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব করতে পারেনি। এতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট ও পৃথিবীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করেন শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যেন মামলা পরিচালনা করা না হয়। তিনি পাকিস্তানকে এজন্য মারাত্মক পরিণামের হুমকিও দিয়েছিল কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এসব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১০ই আগস্ট থেকে মামলা পরিচালনার নির্দেশ দেন। উথান্টকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তান তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না।

পাকিস্তানকে যারা বিচ্ছিন্ন করতে চায়
তারা ইসলামকেই উৎখাত করতে চায়
—মতিউর রহমান নিজামী

২৩ আগস্ট প্রথম পাতায় 'মওলানা মাদানীর স্মরণে আলোচনা সভা' শীর্ষক শিরোনাম দিয়ে মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্য ছাপা হয়। মতিউর রহমান নিজামী মওলানা মাদানীর স্মরণে বক্তৃতায় বলেনঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের মাটি শহীদ আল মাদানীর মত এমন পূত পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হওয়াই প্রমাণ করে যে, হত্যাকারীরা একটি ভূখণ্ডকে কারো শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করছে না বরং একটি আদর্শকে উৎখাত করে অপর একটি আদর্শ কায়েম করতে চায়।.....পাকিস্তানকে যারা বিচ্ছিন্ন করতে চায় তারা এদেশ থেকে ইসলামকেই উৎখাত করতে চায়।

দুস্কৃতিকারী দমনের জন্য রেজাকার বাহিনী গঠন প্রয়োজন

মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর মত প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর পরামর্শে ও সহযোগিতায় এদেশের কিছু লোক নিয়ে রেজাকার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই বাহিনীর অত্যাচার পাকিস্তান বাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। বাঙালী নিধনযজ্ঞে পাকিস্তানী বাহিনীকে এরা নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। এই বাহিনী এদেশের মানুষের ভিতর ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, অথচ দৈনিক সংগ্রাম ২৩ আগস্ট 'রাজাকার অর্ডিন্যান্স' শীর্ষক শিরোনামে রাজাকার বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> সম্প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পর সরকার বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে দেশ ও দেশের সম্পদকে রক্ষা করতে আগ্রহী লোকদের রেজাকার হিসাবে ট্রেনিং দিয়েছেন আরও দিয়ে যাচ্ছেন।...রেজাকার বাহিনীর কর্ম তৎপরতাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার প্রতিটি সফলকাম মানুষের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। বর্তমান সংকট মুহূর্তে দেশের আভ্যন্তরীণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও দুস্কৃতিকারীদের দমনের জন্য রেজাকারদের মত একটি ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

২৭ আগস্ট

সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করেছে

পেশোয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম যে বক্তব্য রাখেন, ২৭ আগস্ট প্রথম পাতায় 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিদ্রোহ করেনি' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশ করে। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে গোলাম আযম বলেনঃ

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের মীরজাফরী ভারতের দূরভিসন্ধির হাত থেকে সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানীকে রক্ষা করছে।....দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের ধ্বংস করার কাজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে।....লুপ্ত আওয়ামী লীগের কর্মীদের ত্রাসের রাজত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সরলমনা জনগণকে ভয় দেখিয়ে তাদের পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করার জন্য এরা ফ্যাসিবাদী পন্থা অবলম্বন করেছিল।.....লুপ্ত আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে ভোট পায়নি, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যই জনগণ তাদের ভোট দিয়েছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমে তিনি বললেন আওয়ামী লীগ ভয় দেখিয়ে জনগণের ভোট আদায় করেছে, আবার পরক্ষণেই বললেন তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য জনগণ তাদের ভোট দিয়েছিল।

বর্তমান সময় উপযুক্ত নয়

দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতায় 'বর্তমান মূহূর্তে সামরিক আইন প্রত্যাহার বাঞ্ছনীয় নয়' শিরোনামে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী রহমত এলাহীর বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তিনি বলেনঃ

সামরিক আইন প্রত্যাহার করার জন্য বর্তমান সময় উপযুক্ত নয় এবং সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছাড়াই সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় একটি বেসামরিক সরকার গঠন করা হলে তা অকেজো হয়ে পড়বে।

২৮ আগস্ট

পলাতক সৈন্য তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা

২৮ আগস্ট দৈনিক সংগ্রাম 'শরণার্থী শিবিরে মুসলিম যুবতীদের ইজ্জত' শীর্ষক শিরোনামে উল্লেখ করেঃ

হিন্দুস্তানী সৈন্যরা কয়েকদিন পূর্বে ত্রিপুরার সোনামুড়ায় অবস্থিত শরণার্থী শিবির থেকে অসৎ উদ্দেশ্যে মুসলমান যুবতীদের অপহরণের চেষ্টা করলে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের প্ররোচনায় যে সব সৈন্য বিদ্রোহ করেছিল, তাদের ও হিন্দুস্তানী সৈন্যদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়।.....হিন্দুস্তান এবং তার প্রচার যন্ত্র আকাশ বাণী ও হিন্দুস্তানী দালালরা পূর্ব পাকিস্তানীদের দরদে কেন যে এত বিচলিত হয়ে উঠেছিল তা আর দেশ বিদেশের কাছে অস্পষ্ট নয়। আমরা তাদের সাবধান করে দিয়েছি যে হিন্দু চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে তারা যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানে লাখো মুসলমান নারী পুরুষের ইজ্জত জান মাল ও রক্ত নিয়ে পাশবিক কাণ্ড করেছে হিন্দুদের হাতে তাদের মা বোনদের ইজ্জত ও জানমালেরও এই পরিণতি ঘটতে বাধ্য।

.....পলাতক সৈন্য, তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি দেশদ্রোহী বিশেষ ব্যক্তিদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের অবস্থানে কেন্দ্রে এ জাতীয় ঘটনা ঘটানোর ফলে আমরা মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার খবর জানতে পারছি। অন্যথায় এ ছাড়াও যে অনুরূপ অসংখ্য পাশবিক কারবার ঘটছে না তা কে বলতে পারে?''

হিন্দু ইহুদী গাঁট ছড়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য

বৃটেনে বসবাসরত বাঙালীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালায়। শুধু তাই নয় তারা বিরাট অঙ্কের তহবিল সংগ্রহ করে অস্ত্র কিনে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। তাদের এই ভূমিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিরাট অবদান রাখে। এতে স্বাধীনতাবিরোধী এই পত্রিকাটির গাত্র দাহের কারণ হয়। ফলে উপরোক্ত শিরোনামে ২৮ আগস্ট লণ্ডনে বসবাসরত বাঙালীদের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে এবং সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে উল্লেখ করা হয়ঃ

বৃটেনে বসবাসরত পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যেসব চক্র মুরুব্বীর ভূমিকা পালন করে তার বেশীর ভাগই হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অবশিষ্ট ভারতীয় হিন্দু। বাংলাদেশ আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে তারা সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছে। বৃটিশ পার্লামেন্টে হৈ চৈ থেকে শুরু করে ইহুদী প্রভাবিত সব পত্রিকাগুলোর একটানা পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা, রিলিফ সংস্থা গঠনের নামে গুপ্তচর বৃত্তি এবং ভারতীয় এজেন্ট ও অনুপ্রবেশকারীদের নানাভাবে উৎসাহিত করা সবই এই ষড়যন্ত্রের অন্তর্গত।

৩০ আগস্ট

হিন্দু ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শের প্রচারক আওয়ামী লীগ

৩০ আগস্ট সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল 'জাতীয় আদর্শ ও রাজনৈতিক দল'। এতে উল্লেখ করা হয়ঃ

তদ্রূপ ছাত্র ও শ্রমিক মহলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক সংস্থাগুলোই ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থকরা বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। এ থেকে এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের জাতীয় অখণ্ডত্ব ও স্থায়িত্ব একমাত্র জাতীয় আদর্শের উন্নতি ও জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক দলগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারাই বহাল অন্যদের দ্বারা নয়। বরং যখনই তাদের হাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্পিত হবে তখন এদেশের অস্তিত্বই খান খান হয়ে যাবে এখানকার কোটি কোটি মুসলমানকেও বিজাতীয় চরদের হাতে জীবনাহুতি দিতে হবে। আর এর বড় প্রমাণ হচ্ছে হিন্দু ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রচারক আওয়ালী লীগ নেতা ও সমাজতন্ত্রী ভাসানী—মুজাফফর তাদের অনুসারীদের অসহযোগ আন্দোলন যার শিকার হয়ে এদেশের নারী পুরুষ শিশুর রক্তে লালে লাল হয়েছে।

পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত

—গোলাম আযম

উপরোক্ত শিরোনামে ৩০ আগস্ট প্রথম পাতায় গোলাম আযমের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। গোলাম আযম বলেনঃ

দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা সৃষ্ট কয়েকটি ছোটখাটো বর্ণনা ছাড়া পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে।.....তিনি পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আবার দাবী জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে বিগত নির্বাচন যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় হিন্দুদের সমর্থন লাভের ফলে অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছিল।

মিনহাজের বীরত্ব ও আত্মত্যাগে আমরা গর্বিত

মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন শিক্ষানবীশ পাইলট মিনহাজ রশীদ মাশরুর বিমান ঘাঁটি থেকে একটি জেট ফাইটার নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য উড়তে যাচ্ছিল। এসময় মতিউর রহমান দ্রুততার সাথে বিমানের নিয়ন্ত্রণভার নিয়ে নেন এবং বিমানটিতে উঠে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্যে ছিল সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা। কিন্তু এ সময় বিষয়টি বুঝতে পেরে মিনহাজ মতিউরের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে। মতিউর মিনহাজকে অজ্ঞান করে নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, যাতে রাডারে ধরা না পড়ে। কিন্তু বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে উভয়েই মারা যায়। পাকিস্তান সরকার মিনহাজকে নিশানে হায়দার খেতাবে ভূষিত করে। দৈনিক সংগ্রামও পাকিস্তানের মিনহাজের জন্য গর্ববোধ করে ৩০ আগস্ট 'আমরা গর্বিত' শীর্ষক শিরোনামে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> .....পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পাইলট অফিসার রশীদ মিনহাজ জাতির জন্য নিজের জীবন কোরবানী দিয়ে দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধের এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আমাদের সামনে রেখে গেলেন।....পাকিস্তান সরকার সাহসিকতার জন্য পাকিস্তানের সর্বোচ্চ খেতাবে নিশানে হায়দার দিয়ে মরহুম মিনহাজকে সম্মানিত করছে।..... মরহুম মিনহাজের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী যখন আমরা শুনেছি তখন আমাদের বুক গর্বে আনন্দে ভরে উঠেছে।

মুজিব হঠকারিতাই দুর্যোগ ডেকে এনেছে

উপরোক্ত শিরোনামে ৫-এর পাতায় প্রকাশিত খবরে ''ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তা ব্যর্থতার জন্য এককভাবে মুজিবকে দায়ী করে। খবরে বলা হয়ঃ

> মুজিব দূরদৃষ্টি ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়নি অন্য দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দূরদৃষ্টি ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১ সেপ্টেম্বর

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান 'বিশ্বাসঘাতক' মিনহাজ রশীদ 'শহীদ'

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিয়ূর রহমান করাচীর মাসরুর বিমানঘাঁটি থেকে একটি জেট ফাইটার হাইজ্যাক করে নিয়ে আসার সময় তাঁর শিক্ষানবীশ পাইলট মিনহাজ রশীদের সাথে ধস্তাধস্তির সময় বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং মতিয়ূর রহমান শহীদ হন।

কিন্তু দৈনিক সংগ্রাম ১ সেপ্টেম্বর 'শহীদ মিনহাজের জীবনের শেষ কয়েকটি মুহূর্ত' শীর্ষক শিরোনামে প্রথম পাতায় পরিবেশিত সংবাদে মতিয়ূর রহমানকে 'বিশ্বাসঘাতক' ও মিনহাজকে 'শহীদ' বলে আখ্যায়িত করে বলেঃ

> আমাকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে'—এই ছিল তার শেষ কথা যা টেপ রেকর্ডে ধরা পড়েছে। এই কণ্ঠস্বর ছিল পরিষ্কার ও জোরালো এবং কথাটি তিন বার উচ্চারণ করা হয়েছে। প্রথমবার ছিল অনুমান করার মত। ঠিক যখন বিশ্বাসঘাতক ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমান তাকে ক্লোরোফোম দিয়ে কাবু করার চেষ্টা করেছিল। এই উচ্চারণ শুনে মনে হয় তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যখন তার কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তার ইনস্ট্রাক্টর বিমানটিকে ভারতে নিয়ে যাবেই তখন তিনি শেষ বারের মত প্রাণপণ চেষ্টা করে বিমানটিকে দুর্ঘটনাকবলিত করেন। এইভাবে তিনি দেশ ও নিজ কর্তব্যের প্রতি চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করে গেলেন।

সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের দাবী অযৌক্তিক

ঘাতক সামরিক জান্তা যেন ক্ষমতায় বহাল থাকে সে ব্যাপারে ওকালতি করে ১ সেপ্টেম্বর 'বাস্তবতার আলোকে ক্ষমতা হস্তান্তর' শীর্ষক শিরোনামে সম্পাদকীয় রচনা করা হয়। এছাড়াও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় পাক সেনাবাহিনীর এবং এ দেশীয় দালালরা যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, সেটিও এই সম্পাদকীয়তে ফুটে উঠেছিল। এ ছাড়াও গোলাম আযম ও দৈনিক সংগ্রাম এতদিন প্রচার করে আসছিল যে দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রনে আছে। তাদের এই নির্জলা মিথ্যাচার সম্পাদকীয়তে ধরা পড়ে যায়। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> কোন কোন রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা বিবৃতি থেকে মনে হচ্ছে যেন এদেশে কিছুই ঘটেনি। এবং সম্পূর্ণ শান্ত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতা পাচ্ছেন না।
>
> বিশেষ করে পিপলস্ পার্টির দু'একজন নেতা তাহরিক-এ ইসতেকলাল পার্টির প্রধান জনাব আসগর খানের ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত কথাবার্তা এবং আরো দু'একজন রাজনৈতিক নেতার এ ব্যাপারে তৎপরতা দেখে অন্ততঃ তাই মনে হয়।
>
> পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানের পর এখানে বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলেও